# BUBASTHA KOUMUDEE

OR

## A SUMMARY OF ENGLISH LAWS.

COMPILED INTO BENGALI.

PART I.

---

BY

*TRANNATH CHATTERJEE*

---

# ব্যবস্থা-কৌমুদী।

অর্থাৎ

## ইংলণ্ডীয় রাজ-নিয়মের সার সংগ্রহ।

প্রথম ভাগ।

---

শ্রীত্রাণনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

---

*CALCUTTA:*

THE SANGBAD GYANRUTNAKUR PRESS.

1862.

☞ এই পুস্তক গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা সিমুলিয়া নয়ান-চাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটে ৪৮ নম্বর ভবনে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল শ্রীযুত বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে [illegible] পাইবেন।

মূল্য এক টাকা।

# BUBASTHA KOUMUDEE

OR

## A SUMMARY OF ENGLISH LAWS.

COMPILED INTO BENGALI,

PART 1

---

BY

*TRANNATH CHATTERJEE*

# ব্যবস্থা-কৌমুদী।

অর্থাৎ

## ইংলণ্ডীয় রাজ-নিয়মের সার সংগ্রহ।

প্রথম ভাগ।

---
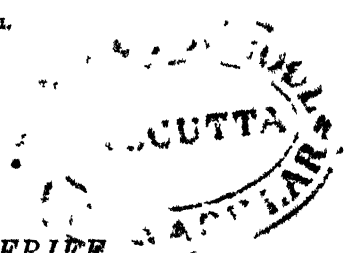
শ্রীত্রাণনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

সংগৃহীত।

---

*CALCUTTA*
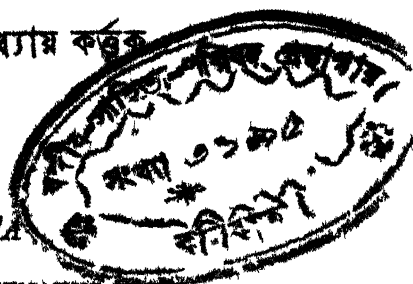
THE SANGBAD GYANRUTNAKUR PRESS.

1862.

# PREFACE.

Law is a rule of conduct, which enjoins or prohibits certain acts. Its primary object is protection of person and property, on which depends the very existence of society. Laws do not, as it would indeed be impossible, prescribe specified modes of redress for every description of wrong, wherefore in the adjudication of points on which no written or expressed law prevails, it is under certain limitations allowed to officers of justice to exercise their equity and conscience, under similar circumstances an English lawyer uses his prudence.

In this Country, suits are frequently brought on of such intricacy, that they solely embarrass the judgements of beginners in law. It is time however to afford facilities in the study of so important a branch of human knowledge.

In my humble opinion, England has arrived at the highest perfection of Jurisprudence, for nothing can surpass its clearness and depth on the subjects on which it treats, and the opinion is daily gaining ground, 'that the laws which govern the civilized and enlightened nations of Europe are generally applicable and suited to the inhabi-

tants of the Eastern World'. In anticipation therefore, of the day when this will be practically tested, this instalment is issued, and should it be received with indulgence, a complete digest of the laws of England shall be attempted.

In order to render my works of greater utility to students of both public and private academies, I have adopted the simplest language possible.

CALCUTTA,<br>
The 10th MARCH 1862. — THE AUTHOR.
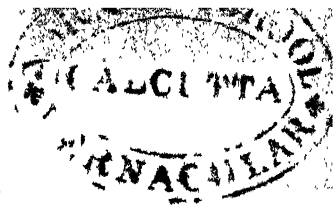
# অনুষ্ঠান পত্র।

বিশ্বস্রষ্টা পরমপিতা পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে যে সমুদায় নিয়ম নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে ঐশ্বরীক নিয়ম কহে। জাগতিক সমস্ত ব্যাপারই তন্নিয়মানুক্রমে সম্পাদিত হইতেছে, সেই নিয়মানুসারেই জীবগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও নিবৃত্তি হইয়া থাকে; তদ্দ্বারাই বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ লতাদি ও বৃক্ষ লতাদি হইতে ফল পুষ্প প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে; তদধীনেই চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহগণের উদয়াস্ত ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে; তদ্দ্বারাই মেঘ হইতে বারি বর্ষণ হইয়া পৃথিবীর উৎপাদিকা-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপ জগৎসংসারের সমুদায় কার্য্যই সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। কোন কার্য্য কোন কালেও সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারে নাই, পারিবে এরূপ প্রত্যাশাও করা যাইতে পারে না।

সমাজভুক্ত লোকেরা যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে সুখে ও নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারে এবং যাহার দ্বারা সদাসদ্ বিষয় অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্যাচরণে সক্ষম হয়, রাজনিয়মটী তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। এই নিয়মের মর্ম্মজ্ঞ হওয়া সামাজিক লোক মাত্রেরই কর্ত্তব্য কার্য্য; কেননা, দরিদ্র ও দুর্ব্বল লোকের প্রতি যদ্যপি কোন ধনী ও বলবান্ ব্যক্তি কোন রূপ অত্যাচার করে, তাহা হইলে উক্ত দরিদ্র বা দুর্ব্বল লোকেরা রাজনিয়ম অবগত না থাকিলে কোন মতেই তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে সক্ষম হইবেক না; যেহেতু, ধনহীনদিগের অর্থ ব্যয় করিয়া উকীল মোক্তার নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। মধ্যমাবস্থার লোকদিগের মধ্যেও অনেকে ধনিগণের নিকট হইতে পারিশ্রমিক লইয়া কার্য্য সমাধা করণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। নিয়মজ্ঞ না হইলে তাঁহাদিগকেও ধনি-

গণের বিবিধ দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হয়। মনন্বান্ লোকদিগকেও নানা প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, তাঁহারাও প্রাপ্য গ্রহণ ও দেয় প্রদান করেন, সুতরাং সমুদায় লোক রাজনিয়মজ্ঞ হইলে ঐ সকল বিষয় সুন্দররূপে সমাধা হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

কোন্ কার্য্য করা উচিত, কোন্ কার্য্য করা অনুচিত ও কিরূপ দুষ্কর্ম্ম করিলে দণ্ডভোগ করিতে হয়, রাজনিয়মে তৎসমুদায় বিশেষ রূপে উল্লিখিত আছে। যদ্দ্বারা সামাজিক লোকদিগের ধন, মান ও জীবন রক্ষাবিষয়ের এবং প্রাপ্য গ্রহণের কোন বিঘ্ন উৎপাদন না হয়, তাহাই রাজনিয়মসৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব রাজনিয়ম সামাজিক লোকদিগের পক্ষে পরমোপকারক বলিতে হইবে।

রাজনিয়মে প্রত্যেক প্রত্যেক অপরাধের প্রত্যেক রূপ দণ্ডবিধি লিখিত নাই, সুতরাং যে সকল বিধি নিয়ম-পুস্তকে লিখিত না থাকে, অভিযোগ নিষ্পত্তি করণসময়ে বিচারকগণ আপন আপন বিবেচনানুযায়ী তাহার বিধান করিয়া থাকেন। অধিকন্তু, যে সকল বিচারালয়ের বিচারকার্য্য ইংরাজী আইনের বিধানানুসারে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তাহার বিচারকেরা প্রায়ই এইরূপ করেন।

অস্মদ্দেশীয় বিচারালয় সমুহে যে সমুদায় অভিযোগাদি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রায় এরূপ কঠিন কঠিন বিষয় সকল উপস্থিত হয় যে, আধুনিক রাজনিয়মজ্ঞদিগের [illegible] অত্যন্ত সুকঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে; এমন কি, তাঁ[illegible]মধ্যে অনেকেই ঐ সমস্তের মীমাংসা করণে সম্পূর্ণ অক্ষম। এক্ষণে যদ্দ্বারা ঐ সকল দুর্ব্বোধবিষয়ের সুবিধা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সর্ব্বতোভাবেই যুক্তি যুক্ত এবং তাহার প্রকৃত সময়ও উপস্থিত বোধ হইতেছে।

উকীল ও মুন্সেফদিগের পরীক্ষা এবং [illegible] নিয়োগ করিবার জন্য যে সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, [illegible] বিত হইয়া বাঙ্গালগবর্ণমেন্টের অভিমতানুসারে বিগত বর্ষের ৯ই মার্চ তারিখে কলিকাতা গেজেট নামক রাজকীয় সমাচারপত্রে

এরূপ প্রকাশিত হইয়াছে যে, ওকালতি ও বিচারক পদাকাঙ্ক্ষী লোকদিগকে ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ হইতে হইবেক। এজন্য অনেকেই পরীক্ষা প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় ইংলণ্ডীয় রাজনিয়ম অনুবাদের অভাবই তাঁহাদিগের সেই পরীক্ষার বাধকস্বরূপ হইয়াছে। তন্নিমিত্ত সেই অভাব দূর করণ জন্য সদরদেওয়ানী আদালতকর্ত্তৃক নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া ১৮৬১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা গেজেট নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইংলণ্ডীয় আইন সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হওয়া অত্যাবশ্যক। পাঠকগণ উক্ত পত্র পাঠে তদ্বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

আমি সেই নিয়ম উপলক্ষ মাত্র করিয়া, এই পুস্তকের প্রথম ভাগ প্রচারিত করিতেছি। ইহাতে যে সকল বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইল, তাহা সাধারণের অবশ্যজ্ঞাতব্য এবং উক্ত পরীক্ষাকার্য্যেরও আনুকূল্য করিতে পারিবেক বোধ হইতেছে।

ইংলণ্ডীয় আইনের (জুরিস্‌প্রুডেন্স) ব্যবহার বিজ্ঞানশাস্ত্র অতিশয় মার্জ্জিত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এতদ্দেশের সমুদায় বিচারকার্য্য প্রায় তন্নিয়মানুসারেই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে; কিন্তু বঙ্গভাষায় ইহার অনুবাদ না থাকাতে অস্মদ্দেশবাসী সাধারণ জনগণের বোধসুলভ হইতেছে না, সুতরাং তজ্জন্য অনেক অসুবিধা ঘটিতেছে। আমি সেই অসুবিধা দূর করণাভিপ্রায়ে ইংলণ্ডীয় রাজনিয়মের সারসংগ্রহ করিয়া "ব্যবস্থা-কৌমুদী" নাম দিয়া, এই পুস্তক প্রচারিত করিলাম। ইহা কোন ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ নহে; বহুদর্শী রাজনিয়মজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যে সকল ইংলণ্ডীয় আইন প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমুদায় পাঠে তন্মর্ম্মজ্ঞ হইয়া, উল্লিখিত বিষয় সকল সরল বাঙ্গলাভাষায় রচনা করিলাম। এতদুল্লিখিত বিষয়গুলি যে ঐ সকল আইনের সহিত সমতা লাভ করিয়াছে আমি ইহা বলিতে ইচ্ছা করি না, পাঠকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার করিয়া উড্‌কক্, ক্রুম, এডিসন্,

ষ্টোরি ও ব্লাকষ্টোন প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় মহাত্মাগণের রচিত রাজ নিয়ম পুস্তকের সহিত ইহাকে ঐক্য করিলেই জানিতে পারিবেন।

একণে চেষ্টা, যত্ন, উৎসাহ এবং উদ্যোগরূপ সঙ্গী সহায়তায় পরিশ্রমরূপ অপারজলনিধিমন্থনে এই ব্যবস্থা-কৌমুদী সম্ভূতা হইল। ইহার কমনীয় কোমলকিরণে দেশীয় দুর্নীতিরূপ তমোরাশি তিরোহিত এবং সাধারণের চিত্তচকোর পরিতৃপ্ত হইলে, আনন্দরূপ অমূল্যনিধি প্রাপ্তে স্বীয় পরিশ্রমের সার্থকতা লাভ করিয়া ক্রমান্বয়ে ইহাকে সংখ্যাবিশিষ্টা করিতে যত্নবান্ হইব।

শ্রীত্রাণনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা, শিমুলিয়া,<br>
নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট। ৪৮সংখ্যক ভবন।<br>
১২৬৮ সাল, ১লা চৈত্র।

# সূচী পত্র।

## প্রথম অধ্যায়।



## দ্বিতীয় অধ্যায়।



## তৃতীয় অধ্যায়।



## চতুর্থ অধ্যায়।



## পঞ্চম অধ্যায়।

প্রকরণ | পৃষ্ঠা



## ষষ্ঠ অধ্যায়।



## সপ্তম অধ্যায়।



## অষ্টম অধ্যায়।



## নবম অধ্যায়।

প্রকরণ পৃষ্ঠা



## দশম অধ্যায়।



## একাদশ অধ্যায়।

# ব্যবস্থা কৌমুদী।

অর্থাৎ

## ইংলণ্ডীয় রাজ-নিয়মের সারসংগ্রহ।

প্রথম ভাগ।

## প্রথম অধ্যায়।

### উপক্রমণিকা।

খ্রীষ্টধর্ম্মে যে সমুদায় আদেশ নির্ণীত আছে, তাহা হইতেই ইংলণ্ড-রাজ্যের রাজ-নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ কথিত আছে যে, উক্ত রাজ-নিয়মে কোন প্রকার দোষারোপ করিলে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের নিন্দা করা হয়। প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইল ইংলণ্ডের অধিপতি রাজা আল্‌ফ্রেড্‌, রাজ-নিয়ম সমুদায়ের সারসংগ্রহ করিয়া ডুম্‌বুক নামে এক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; উক্ত গ্রন্থ-কর্ত্তা স্বীয় গ্রন্থের প্রথমে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের দশটী আজ্ঞা লিখিয়াছেন এবং ত্রাণ-কর্ত্তা হইতে মোজেস্‌ যে সকল আদেশ পাইয়াছিলেন, তাহাও উহাতে সংযুক্ত আছে। ঐ আদেশে খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত আছে যে, "আমি ঈশ্বরের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে, অথবা পয়গম্বর, মোজেস্‌ ইত্যাদির ধ্বংস জন্য আসি নাই; সমুদায় প্রতিপালন করিব ইহাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।" উহার আর একটী আজ্ঞায় লিখিত আছে যে, "অপরাপর মনুষ্যেরা তোমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিবে, তুমিও তাহাদিগের প্রতি তদনুরূপ

করিতে যত্নবান্ হও।” রাজা আল্‌ফ্রেড্ এই আজ্ঞাটী পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন যে, “যদ্যপি আমরা সমুদায় মনুষ্যের প্রতি যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, তাহা হইলে আর অন্য আদেশ-পুস্তকের প্রয়োজন কি?”

এই রূপ তৎকৃত রাজ-নিয়ম-পুস্তকের প্রথমে যে দশটী বিধি লিখিত আছে, বিশেষ রূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তাহাই মনুষ্যের পবিত্র চরিত্রের সূত্রপাত। ঐরূপ নিউটেষ্টমেণ্টেও লিখিত আছে যে, “সমুদায় নিয়মের মর্ম্মজ্ঞ এক জন পারস্য-দেশীয় মনুষ্য, ত্রাণ-কর্ত্তা যীশুর নিকটে এইরূপে জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন যে, পরমেশ্বরপ্রদত্ত নিয়ম সমুদায়ের মধ্যে কোন্‌টী সর্ব্ব প্রধান? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, বিশুদ্ধ-অন্তঃকরণে তাঁহাকে বিশ্বাস এবং আপন আত্মার ন্যায় প্রতিবাসীগণের প্রতি স্নেহ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিয়ম।”

এই দ্বিবিধ নিয়ম হইতেই খ্রীষ্টীয়ানদিগের সমস্ত রাজ-নীতির সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং এতদুভয়ই সমুদায়ের মূলস্বরূপ। পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং লোকান্তরে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কারের প্রতি বিশ্বাস এই দুইটী উপদেশ ধর্ম্ম-পুস্তকে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। এতদ্দ্বারাই বিচারালয়ে শপথ করাইবার সূত্রপাত হয়। শপথ শব্দের অর্থ এই যে, পাপ পুণ্য প্রভৃতি কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক তৎ সমুদায় ব্যক্ত করা; কারণ, তিনি অন্তর্যামী। সত্য এবং মিথ্যা কিছুই তাঁহার অবিদিত নাই।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

### রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহার্থ পার্লিয়ামেন্ট সভা সংস্থাপন।

ইংলণ্ড-দেশবাসী সমস্ত প্রজামণ্ডলির সম্মতিক্রমে তদ্দেশস্থ পার্লিয়ামেন্ট নামক সভার সভ্যগণ নিযুক্ত হইয়া নূতন নিয়ম সংস্থাপন এবং প্রাচীন নিয়মের রহিত ও পরিবর্ত্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং দেশ-শাসনের সমুদায় নিয়ম-প্রণালী তাঁহাদেরই বিচারাধীনে রহিয়াছে। একবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্বাধীন ব্যক্তিগণ ভিন্ন অপর কোন অযোগ্য ব্যক্তি ঐ সভার সভ্য-পদে নিযুক্ত হইতে পারেন না। উক্ত সভাপ্রবেশার্থীদিগের মধ্যেও শপথ করিবার প্রথা আছে। খ্রীষ্ট-মতাবলম্বী ইংলণ্ডীয়গণ উক্ত সভার সভ্যপদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে প্রচলিত নিয়মানুসারে এবং রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা ৪র্থ জর্জ্জের দশম আইনের প্রথানুসারে শপথ করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ৭ম ও ৮ম আইনে লিখিত আছে যে, "অপর কোন রাজ্যের সদ্বিদ্বান্ ও বিশেষ বিচক্ষণ ব্যক্তি ইংলণ্ড রাজ্যের অধিবাসী হইলেও পার্লিয়ামেন্ট অথবা মহারাণীর কৌন্সেলের সভ্য মধ্যে গণ্য হইতে পারিবেন না। জু-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ খ্রীষ্টীয়ান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শপথ না করিলে উক্ত সভার সভ্য হইতে পারেন না"। ঐ সভার একটী বিশেষ নিয়ম আছে, তদ্দ্বারা কোন সভ্য কুচরিত্রান্বিত হইলে তাঁহাকে সভ্য-শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যায়।

পার্লিয়ামেন্ট সভার সভ্যগণ দেওয়ানী-আদালতের কোন নিয়ম দ্বারা কারারুদ্ধ হন না; কেবল গুরুতর অপরাধে ফৌজদারী-আদা-

লতের আজ্ঞাক্রমে মুক্ত হইতে পারেন। যদি কেহ উক্ত সভার কোন সভ্যকে কোন বিষয়ে অপমান করে, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

উল্লিখিত সভাসম্মিষ্ট একটী সভা আছে, তাহাকে হৌউস্ অব লার্ড কহে। উক্ত সভার সকল সভ্যই প্রায় ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় বিনপাদি মহৎ মনুষ্য; তাঁহাদিগকে লার্ডস্ ইস্পিচুয়েল বলা যায়। এতদ্ভিন্ন পিয়র্স মহামান্য ব্যক্তিগণ লার্ডস্ টেম্পোরেল নামে বিখ্যাত। ঐ সভার আদেশানুসারে শ্রীশ্রীমতী রাজ্যেশ্বরীর কমান-লা-কোর্ট নামক বিচারালয়ের বিচারক, উকিল ও কৌন্সিলিগণ সর্ব্বদাই তথায় উপস্থিত থাকেন। কারণ, আইন-সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব বা তর্ক উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের অভিমত গ্রহণ করিয়া উক্ত বিষয় মীমাংসিত হয়। ঐ সভার কোন সভ্য অনুপস্থিত হইলে মহারাণীর আজ্ঞাক্রমে অপর এক জন সভ্য তৎকার্য্য সাধনের ভার গ্রহণ করেন; তিনি যে সকল বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করেন, সভার বিবরণ পুস্তকে তাহা লিখিত থাকে।

হাউস্ অব লার্ড ও পার্লিয়ামেন্টের সভাগণ এক শ্রেণীতেই পরিগণিত। ইংলণ্ড-নগরে হাউস্ অব কমান্স নামে আর একটী সভা স্থাপিত আছে; উক্ত সভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক পার্লিয়ামেন্ট সভার সভ্য নিযুক্ত করা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, এবং ঐ স্থানে ইংলণ্ড ও অধীন দেশ সকলের রাজস্ব অবধারিত করিবার প্রস্তাব হইয়া থাকে। উক্ত প্রস্তাবিত বিষয়ে হাউস্ অব কমান্সের সভ্যগণ যদি মত প্রদান করেন, তাহা হইলে, অন্যান্য সভায় উহার পুনুরুল্লেখ হইয়া নিষ্পত্তি হইবেক; কিন্তু যদ্যপি হাউস্ অব কমান্সের সভ্যগণ কর্ত্তৃক ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে অন্য কোন সভায় আর উত্থাপিত হইবেক না। পার্লিয়ামেন্ট সভা আরম্ভের ৪০ দিবস পূর্ব্বে ও সমাপ্তির ৪০ দিবস পর পর্য্যন্ত উক্ত সভার সভ্যগণ দেওয়ানি-আদালতের আদেশমতে কারাবদ্ধ হইতে পারেন না।

প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী না হইলে পার্লিয়ামেন্ট সভার কোন সভ্যকে নিযুক্ত করণের সম্মতি প্রদান করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না; কেননা তদ্ভিন্ন ব্যক্তিগণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে পক্ষপাতিত্বে প্রবৃত্ত হইবেন। যদ্যপি গ্রেটব্রিটন্ অথবা আয়র্লণ্ডে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির ভূমি-সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে, তিনি প্রত্যেক স্থানের এক এক ব্যক্তিকে সভায় নিযুক্ত করিবার অভিমত ব্যক্ত করিতে পারিবেন। যাঁহারা এক বিংশ বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক ব্যক্তি, ও যে সকল লোকেরা ভিন্ন রাজধানীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড ও আয়র্লণ্ডের বিচারকগণ পার্লিয়ামেন্টের সভ্য-পদবী প্রাপ্ত হইবেন না; কিন্তু মাস্টার অব দি, রোল নামক কর্ম্মচারীরা সভার সভ্য-পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। তৃতীয় জর্জের ৪১ বিধিতে লিখিত আছে, "ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড ও আয়র্লণ্ডের ক্লারজি অর্থাৎ ধর্ম্ম-ঘোষণা-কারী ব্যক্তিগণ, এবং অপরাধী বলিয়া যাঁহাদিগের নাম প্রচারিত আছে, তাঁহারা সভ্য হইবার যোগ্য নহে। ঐরূপ চতুর্থ জর্জের দশম আইনে লিখিত আছে যে, "রোমান-কাথলিক-মতাবলম্বী ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কার্য্য-নির্ব্বাহকারী কর্ম্মচারীগণও সভ্য হইবেন না"। ইংলণ্ডের অন্ত-র্গত দেশ সমূহের সরিফ, মেয়ার ও রেভিনিউ আপনাপন অধিকার স্থানের সভ্য হইতে পারেন না। নানাবিধ আইন দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধীন ও রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারীগণ এবং মাসিক-বৃত্তিভোগী ব্যক্তিরা সভ্য হইতে পারিবেন না। সভা মধ্যে কেহ মহারাণীর অধীনে সৈন্য অথবা সমুদ্র-সম্বন্ধীয় কার্য্য করণে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি সভা হইতে পৃথক্ হইবেন; কিন্তু উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিলে পুনরায় সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

পার্লিয়ামেন্ট সভার সভ্যগণ দ্বারা কোন নিয়ম প্রস্তাবিত ও গ্রাহ্য হইয়া রাজার সম্মতি প্রাপ্ত হইলেই সেই নিয়ম প্রচলিত হইবেক।

রাজাধিপতির অভিপ্রায়ানুসারে ও রাজার মৃত্যু হইলে, এবং ব্যাপক কাল ঐ সভা স্থাপিত থাকিলে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

# তৃতীয় অধ্যায়।

---

## রাজা ও রাজ-পরিবারের বিবরণ।

বহুকালাবধি এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, ইংলণ্ড-রাজ্যের স্বামিত্ব-পদ ক্রমান্বয়ে এক এক ব্যক্তির প্রতি অর্পিত থাকিবেক। ঐ ব্যক্তি পুরুষ বা নারী হউক তদ্বিষয়ে বিশেষ কোন নিয়ম নাই। রাজ্যাধিকারী লোকান্তর গমন করিলে, উক্ত রাজ্যের কর্তৃত্ব-ভার তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের অধীন হয়, কিন্তু পার্লিয়ামেন্টের সভ্যদিগের এক ক্ষমতা আছে, যদ্দ্বারা তাঁহারা ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য নিয়ম স্থাপন করিতে পারেন। মৃতরাজার পুত্র কন্যা মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্য-ভার প্রাপ্ত হন; যদি তাঁহার পুত্র না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে, জ্যেষ্ঠা কন্যা অথবা উক্ত কন্যার সন্তানের প্রতি রাজ্য-ভার প্রদত্ত হয়। রাজা জীবিত থাকিতে থাকিতেই যদি জ্যেষ্ঠ-রাজ-কুমারের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে নরপতির মরণান্তে মৃত রাজ-তনয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অথবা জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং রাজা নিঃসন্তানে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার জ্ঞাতি বা পূর্ব্ব পুরুষবংশোদ্ভব ব্যক্তি রাজ্য পাইবেন। সেই নিয়ম দ্বারা মেরি ও এলিজবেথ নামক দুই রাজ্ঞী ইংলণ্ড-রাজ্যের সিংহাসনাধিকারিণী হইয়াছিলেন; কিন্তু উত্তরাধিকারিত্বের প্রকৃত নিয়মানুসারে রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন, কেবল পার্লিয়ামেন্ট কর্ত্তৃক এক আইন প্রচারিত হইয়াই তদ্বিষয়ে সাপেক্ষতা করিয়াছিল।

শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রিন্স আলবর্ট, ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসী; তজ্জন্য শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর পাণি-গ্রহণ সময়ে নিয়মানুযায়ী শপথ করিয়া

অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার সহিত শুভ উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ বৎসর বয়ক্রম না হইলে কোন রাজ-কুমার রাজ্যেশ্বর হইতে পারিবেন না; তন্নিমিত্ত পার্লিয়ামেন্ট দ্বারা এই আইন প্রচারিত হইয়াছে যে, মহারাণীর পুত্রগণ মধ্যে যদি কেহ অষ্টাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে রাজ্য-ভার প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, উক্ত কুমারের বয়ঃপ্রাপ্তির অব্যবহিত-কাল পর্য্যন্ত প্রিন্স আলবর্ট তাঁহার প্রভুত্ব ও রাজপ্রতিনিধিত্বে প্রোটেস্টেন্ট নামক খ্রীস্ট-ধর্ম্মের মত বলবৎ রাখিয়া রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন : কিন্তু রাজ্য-সম্পর্কীয় অথবা অন্য কোন নিয়ম ও উত্তরাধিকারী পরিবর্ত্তন এবং স্কট্লণ্ডে ধর্ম্মালয় স্থাপন প্রভৃতির ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। উক্ত প্রিন্স, রোমান-কাথলিক-ধর্ম্মাবলম্বিনী কোন কামিনীর পাণি-গ্রহণ করিলে, এবং দীর্ঘকাল রাজ্যে অনুপস্থিত থাকিলে, রাজ-প্রতিনিধিত্ব হইতে বর্জ্জিত হইবেন।

রাজপুত্রদিগের মধ্যে যিনি রাজ্যভার প্রাপ্ত হইবেন, অষ্টাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তিনি স্বেচ্ছাধীনে বিবাহ করিতে পারিবেন না। তাঁহার তত্ত্বাবধারক ও পার্লিয়ামেন্টের সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন ব্যক্তি এই নিষিদ্ধ-বিবাহ জন্য চেষ্টিত হইলে, রাজ-বিদ্রোহ-জনিত অপরাধীর ন্যায় তাঁহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইবেক।

অপর সাধারণ পতি-পত্নীরা যেরূপ একাঙ্গ-আখ্যায় প্রসিদ্ধ আছে, অর্থাৎ পতি ও পত্নী উভয়েই উভয়ের ধন মান সর্ব্বস্বের অধিকারী : রাজা ও রাজমহিষীর পক্ষে সে রূপ নহে। মহিষী রাজা হইতে পৃথক্ বিভবাদি সঞ্চয় করিতে পারেন।

যে সকল সদুপায় দ্বারা রাজার শরীর রক্ষা হইয়া থাকে, রাণীর শরীর রক্ষা-বিষয়েও তদনুরূপ করিতে হইবেক। যদি কোন ব্যক্তি রাজা অথবা রাণীর প্রাণ বিনষ্ট করিতে চেষ্টিত হয় এবং বিধবা-রাণীর

বিনাশী হেতু অভিলাষ করে, তাহা হইলে, ঐ ব্যক্তি রাজ-বিদ্রোহী বলিয়া গুরুতর দণ্ডের অধীন হইবেক।

মহারাণী কোন বিষয়ে অপরাধিনী হইলে পার্লিয়ামেন্ট সভার সভাগণ দ্বারা তাহার বিচার হইতে পারে ; কিন্তু রাজেশ্বরের অপ-রাধ তাঁহাদের বিচারাধীন হইবেক না। কারণ, রাজা যে সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহা বিশেষ বিবেচনার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তৎকৃত-কার্য্যের বিচার করণের কোন নিয়ম নাই।

মৃত রাজার পত্নী বর্ত্তমান রাজার অভিমত গ্রহণ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেন ; কিন্তু তিনি যদি তদ্বিপরীতাচরণে প্রবৃত্তা হন, তাহা হইলে তাঁহার সমুদায় বিত্তাদি রাজ-ভাণ্ডার-ভুক্ত হইবেক।

রাজ্যাধিপতির পরলোকান্তে জ্যেষ্ঠ যুবরাজ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া প্রিন্স আব ওয়েলেস্ উপাধিতে বিখ্যাত হইবেন না। উক্ত যুব-রাজের ভার্য্যা ও জ্যেষ্ঠা কন্যার মান, সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষার জন্য এক আইন প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা কোন দুরাচার ব্যক্তি যুবরাজের প্রাণ বধ বা তাঁহার ভার্য্যা ও জ্যেষ্ঠা কন্যার মান, সম্ভ্রম ও সতীত্ববিষয়ে বিঘ্ন উৎপাদন করাইবার অভিলাষ করিলে, রাজ-দ্রোহী মধ্যে পরি-গণিত হইয়া বিশেষ দণ্ডভাগী হইবেক। রাজার কনিষ্ঠ পুত্র, কন্যা ও ভগ্নী প্রভৃতির বিষয়ে কোন এক নির্দ্দিষ্ট নিয়ম স্থাপিত হয় নাই। তাঁহারা পার্লিয়ামেন্টের প্রথম শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইতে পারেন।

অনেক ঘোষণার পর এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, যুব-রাজ ও রাজ-পৌত্রগণের বিদ্যাভ্যাস এবং বিবাহ-কার্য্য প্রভৃতি সমাধা করিবার কর্ত্তৃত্বভার রাজ্যাধিপতির অধীনেই থাকিবে। ইং-রাজী ১৮৪৪ সালে, রাজ-পরিবারদিগের পরিণয়বিষয়ে রয়েল-ম্যারেজ আক্ট নামে এক আইন প্রচলিত আছে। ঐ আইনের বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, উক্ত আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবেক।

## রাজ-মন্ত্রীদিগের বিবরণ।

রাজ-মন্ত্রীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; পার্লিয়ামেন্ট ও হাউস অব লার্ডস্ নামক সভার সভ্যেরা দেশ-শাসন প্রভৃতি নিয়ম সমুদায়ে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া পরামর্শ প্রদান করেন বলিয়া, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীস্থ মন্ত্রী বলিয়া আখ্যাত আছেন, এবং যে সকল মাননীয় ব্যক্তিরা পিয়র্স নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ও বিচারকগণ তৃতীয় শ্রেণী সম্ভুক্ত।

প্রিবি কৌন্সেল নামক সভার সভ্যেরাও রাজ-মন্ত্রীরূপে পরিগণিত। ইহাঁরা রাজার অনুমতিক্রমেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন, নিয়োগ সময়ে রীতিমত শপথ করণান্তর উক্ত মন্ত্রীত্ব-পদ প্রাপ্ত হন।

উপরোক্ত ত্রিবিধ শ্রেণীর মন্ত্রীরা নিম্নলিখিত প্রথানুসারে স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

১ মতঃ। অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার সময় অপক্ষপাতীত্ব ব্যবহার করিতে হইবেক।

২ য়তঃ। ভয়, স্নেহ, অনুরোধ ও প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ন্যায়ানুগত পরামর্শ প্রদান করিবেন।

৩ য়তঃ। রাজ-সমাজের কথা সকল অতীব প্রচ্ছন্নভাবে রাখিবেন।

৪ র্থতঃ। পুরস্কার অথবা উৎকোচ গ্রহণ করিবেন না।

৫ মতঃ। যদ্দ্বারা কৌন্সেলের অবধারিত বিষয় সকল সুচারুরূপে সমাধা প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে সুচেষ্টিত হইতে হইবেক।

৬ ষ্ঠতঃ। রাজ-দ্বেষী লোকদিগের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তদনুকরণে প্রবৃত্ত হইবেন।

৭ মতঃ। সমস্ত মন্ত্রী আপনাপন কার্য্য, সুনিয়মে সম্পন্ন করিবেন।

প্রধান প্রধান মন্ত্রীগণ দ্বারা কেবিনেট ও জুডিসিয়েল নামক সভার কার্য্য সমাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মের ভার কেবিনেট সভার সভ্যের প্রতি অর্পিত আছে এবং

জুডিসিয়েল সভার মন্ত্রীরা আপিলের মোকদ্দমা সকল ইংলণ্ডেশ্বরীর শ্রবণগোচর করণান্তর তাঁহার অভিমতানুসারে উক্ত মোকদ্দমা সমস্ত নিষ্পত্তি করেন।

কমিটী অব এডুকেশন ও বোর্ড অব ট্রেড্ নামক দুইটী সভা স্থাপিত আছে; প্রথমোক্ত সভায় বিদ্যাভ্যাস ও দ্বিতীয়োক্ত সভায় বাণিজ্য বিষয়ের নিয়ম প্রচারিত হইয়া থাকে।

---

## মুদ্রা প্রচলিত করণের নিয়ম ও ইংলণ্ডেশ্বরীর সাংবাৎসরিক ব্যয়সমষ্টি।

ভারতবর্ষীয় সকল রাজ্যেই রাজার নামে মুদ্রা প্রচলিত হইয়া থাকে, ইংলণ্ডেও সেইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। রাজা, ভিন্ন রাজ্যের মুদ্রার মূল্য নিরূপণ করিয়া আপন রাজ্যে প্রচলিত করিতে পারেন।

শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর বাৎসরিক ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ৩৮,৫০,০০০ টাকা নিরূপিত আছে, তন্মধ্যে নিজ খরচ ৩,০০০০০, ভৃত্যবর্গের বেতন ও মাসিকবৃত্তিভোগীদের নিমিত্ত ১৩,১২,৯০০ সাংবৎসরিক ব্যয় ১৭,২৫,০০০ ও দীনহীন ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ ১,৩২,০০০ এবং ৪০,৪০০ স্থিতি হইয়া থাকে। যদ্যপি ৪০,০৫০০০ লক্ষ টাকার অধিক আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য পার্লিয়ামেণ্ট সভায় প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

## চতুর্থ অধ্যায়।

---

### ভূমি ব্যবহারের স্বত্ব নিরূপণ।

বহুকালাবধি যে ব্যক্তি যে ভূমি ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, কেহ তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেক না। যদ্যপি কোন ব্যক্তি ভূম্যাধিকারীর অভিমতানুসারে (২০) বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত কোন ভূমি ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারীরাও ঐ ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেক।

কেহ কাহারো ভূমি ব্যবহারার্থ গ্রহণ করিলে, প্রদাতার স্বত্ব পরিত্যাগ স্বাক্ষরিত ভিন্ন বিচারসিদ্ধ হইবেক না; কিন্তু অঙ্গীকার সপ্রমাণিত হইলেও সিদ্ধ হইতে পারিবেক। এই সমস্ত বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে, ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি (২০) বিংশতি বৎসর অবধি কি রূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, বিচারকেরা তৎ সমুদায় অবগত হইয়া তদ্বিষয় মীমাংসা করিবেন। কোন লিখন পঠন দ্বারা উপলব্ধ স্বত্ব হস্তান্তরিত হইতে পারিবেক না; পূর্ব্ব ব্যক্তিই সেই স্বত্বের অধিকারী হইবেক।

রাজা ৪র্থ উইলিয়মের শাসন-সময়ে এতদনুরূপ বিষয় সমুদায়ের প্রিস্ক্রিপ্সন্-আক্ট নামে এক আইন প্রচারিত হয়, তদবধি তন্নিয়মানুসারেই বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নিয়ম সমুদায় অবগত হইয়াও তদন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হয়, বিচার উপস্থিত হইলে তাহাকে বাদী রূপে গণ্য হইতে হইবেক, এবং তাহা কর্ত্তৃক যে সমস্ত নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য হইয়াছে তাহা সপ্রমাণিত হইলে, প্রতিবাদীর আপত্তি প্রমাণসিদ্ধ এবং উক্তরূপ নিয়ম-বিরুদ্ধ-কার্য্য জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে তাহার যাহা ক্ষতি হইয়াছে বাদী তাহা সম্পূরণ করিয়া দিবেক।

কেহ বন্ধুত্বভাবে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে নিজ ভূমি ব্যবহারার্থ প্রদান করিলে, উক্ত ব্যবহারকারী ব্যক্তি সেই ভূমির স্বত্বাধিকারী হইবেক না।

কোন ভূম্যাধিকারীর বাচনিক অনুমতিক্রমে অপর ব্যক্তি তাঁহার ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেক; কিন্তু অনুমতিপ্রদাতা ইচ্ছানুসারে উক্ত ভূমি তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

যদ্যপি কেহ প্রাচীন কালাবধি নির্ব্বিবাদে ও বিনা প্রতারণায় কোন ভূমি ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি আবহমানের ব্যবহারী রূপে গণ্য হইতে পারিবেক; কিন্তু তদ্ভিন্ন কৌশল, বল অথবা অনুমতি দ্বারা ব্যবহারী হইলে উক্ত রূপে গণ্য হইবেক না।

যে ব্যক্তি কোন ভূমি ক্রয় করিবেক, ঐ ভূমি সংক্রান্ত হকিয়তও তাহার প্রাপ্য। এক ব্যক্তিকে ভূমি বিক্রয় করিয়া অপর ব্যক্তিকে অন্যান্য হক বিক্রয় করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না। কেননা, ভূমি সম্মিষ্ট সমস্ত হক, ক্রয়কারী ভিন্ন অন্যের অধিকার ভুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু যদ্যপি বিশেষ অনুমতি দ্বারা অপরের ভূমি সাহায্যে গমনাগমন করিবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে ঐ হকিয়ত অপরের প্রতি অর্পিত হইবেক।

যদ্যপি পৃথক্ পৃথক্ ভূমিখণ্ডে আলো ও বায়ু প্রবেশের পথ এবং জল নির্গত হইবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান নিরূপিত থাকে, অথবা গৃহ মধ্যে জল ইত্যাদি প্রবেশের কোন রূপ নির্ম্মাণ-কৌশল থাকে, তাহা হইলে উপরোক্ত পৃথক্ পৃথক্ স্থানস্থিত গৃহাদি যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেক, উল্লিখিত ভূমি সংক্রান্ত আলো ও বায়ু প্রবেশের পথ এবং জল নির্গমের স্থানও তাহার কর্ত্তৃত্বে থাকিবেক।

জমীদারদিগের প্রদত্ত অনুমান করিয়া সরকারী রাস্তার পতীত ভূমি, তন্নিকটস্থ জমীদারকে প্রদত্ত হয়। ঐ অনুমানের বিপরীত প্রমাণ হইলে সেই জমীদার উক্ত ভূমি প্রাপ্ত হইবেন না। উহাতে যে

ঘাস ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, কমিস্থনরেরা বিবেচনা পূর্ব্বক যাহাকে প্রদান করিবেন তিনিই তাহা প্রাপ্ত হইবেন।

কোন এক আইল বা পয়নালার দ্বারায় ভিন্ন ভিন্ন ভূমি বিভাগ করা থাকিলে যাঁহার অধিকারস্থ ভূমিতে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তিনিই উক্ত আইল বা পয়নালার স্বত্বাধিকারী রূপে পরিগণিত।

যদি এক ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ ভূমিখণ্ডে ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী প্রস্তুত থাকে এবং তিনি তাহা পৃথক্ রূপে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে উক্ত ভূমিসংক্রান্ত পয়নালা ইত্যাদি প্রত্যেক ক্রেতার অধীনে থাকিবেক।

সংলগ্ন দুই খণ্ড ভূমি দুই ব্যক্তির অধিকার হইলে, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি যদ্যপি আপন ভূমির প্রান্তভাগে বাটী নির্ম্মাণ করেন এবং অন্য ব্যক্তি ঐ বাটীর সন্নিকটে আপন ভূমি এরূপ খনন করেন যদ্দ্বারা ঐ বাটী পতিত হইতে পারে, তাহা হইলে বাটীর কর্ত্তা তজ্জন্য তাঁহাকে দায়ী করিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে পারিবেক না। কেননা বাটী নির্ম্মাণ সময়ে তাঁহার এরূপ বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, তাঁহার বাটীর নিমিত্ত ঐ ভূমি চিরকাল অকর্ষণা থাকিবেক না।

যদ্যপি কোন ব্যক্তি আপন কিয়দংশ ভূমি বাটী, রাস্তা অথবা রেইলওয়ে নির্ম্মাণ জন্য অন্য কাহাকেও বিক্রয় করেন এবং বিক্রয় সময়ে তদ্বিষয়ে কোন নিয়ম নিরূপিত না থাকে, তাহা হইলে ব্যবহার নিয়ম মতে বিক্রীত ভূমির অধিকারীগণ হইতে ভূমি সংক্রান্ত যখন যখন যে যে রূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইবার নিয়ম আছে, ক্রয়কারীরা ক্রেতা হইতেও তদনুরূপ প্রাপ্ত হইবেক।

ভূমির নিম্নভাগে কোন প্রকার ধাতুর খনী থাকাতে বিক্রেতা ক্রেতার সহিত যদ্যপি এরূপ নিষ্পত্তি করিয়া থাকে যে, উক্ত খনীস্থ ধাতু প্রাপ্ত হইবেন, তাহা হইলেও ব্যবহারমতে যেরূপে সাহায্য করণের প্রথা আছে, তাহা করিতে হইবেক, এবং বিক্রীত ভূমি হইতে

ধ জু উত্তোলন করিবার সময়ে এরূপ ভাবে খনন করিবেন যদ্দ্বারা উক্ত ভূমি কোন রূপে অব্যবহার্যনীয় না হয়।

রেইলওয়ে নির্ম্মাণ জন্য যে সমস্ত ভূমি বিক্রীত হয়, বিক্রেতা যদ্যপি সেই ভূমির সাহায্য নিমিত্ত মূল্য গ্রহণ করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত তিনি বাধিত হইবেন না।

কোন ভূমির অধিকারী আপন ভূমির সম্মুখের ভাগ এক ব্যক্তিকে পাট্টা দিয়া পশ্চাতের ভাগ অন্যের প্রতি অর্পণ করিলে অথবা যদ্যপি ঐ ভূমির নিম্নে যে সমস্ত ধাতুর খনী আছে, তাহা স্বাধীনস্থ করণানন্তর সম্মুখের ভূমি এক ব্যক্তিকে পাট্টা দিয়া পশ্চাতের ভাগ আপন অধীনে রাখেন, তাহা হইলে ঐ স্থানের উভয় অধিকারীর মধ্যে কেহ এমন ব্যবহার করিতে পারিবেন না, যাহাতে অন্যের ভূমির হানি হয়।

বাটী নির্ম্মাণ জন্য ভূমি বিক্রয় করিয়া তাহার পার্শ্বে এমত গর্ত্ত খনন করা যাইতে পারেন না, যদ্দ্বারা ঐ বিক্রীত ভূমির ধস ভাঙ্গিয়া উহাতে পতীত হয়।

কোন এক চকের ভিতর এক ব্যক্তির কতকগুলি বাটী নির্ম্মিত থাকিলে, তিনি যদ্যপি ঐ সকল বাটী পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে পার্শ্ববর্ত্তী ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে যে প্রকার সাহায্য পাইবার রীতি আছে, ঐ বাটীর ক্রয় কারীরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট হইতে তদনুরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

ভূম্যধিকারীদিগের পরস্পরের ঐক্যমতে আপনাপন ভূমিতে বাটী নির্ম্মাণ করিলে, ঐ সকল বাটীর রক্ষার নিমিত্ত ভূম্যধিকারীগণের মধ্যে পরস্পর যে প্রকার সাহায্য করিবার নিয়ম আছে, তাহা-দিগে তাহা করিতে হইবেক।

অপরের ভূমি ব্যবহার করণে যাহাদিগের ক্ষমতা আছে, তাহারা যদ্যপি অন্য কোন কারণে ভূম্যধিকারীকে তাহা প্রত্যার্পণ করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাহার ব্যবহারস্বত্ব লোপ হইবেক।

সকল ব্যক্তিরাই আপন সীমানায় বাঁধ বাঁধিতে পারিবেক তদ্দ্বারা অন্যের ক্ষতি হউক বা না হউক, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যক নাই।

যদ্যপি কোন ভূম্যাধিকারীর ভূমিতে পূর্ব্বাবধি একটী বা অধিক গৃহ নির্ম্মিত থাকে, তাহা হইলে তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূম্যাধিকারী আপন ভূমিতে এমন আচরণ করিতে পারিবেন না, যদ্দ্বারা ঐ পুরাতন গৃহ সকলের হানি হইতে পারে। কিন্তু যদ্যপি ঐ ব্যক্তি উক্ত পুরাতন গৃহের সহিত অন্য গৃহ নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইলে ঐ নূতন নির্ম্মিত গৃহের স্থায়ীত্ববিষয়ে পার্শ্ববর্ত্তী জমীদার দায়ী হইবেন না।

প্রজারা শস্য রোপণ করিবার নিমিত্ত যে সকল ভূমি ইজারা লইয়া থাকে, তন্নিকটস্থ জমীদারের পতীত ভূমিতে তাহারা ভূমি কর্ষণের উপযোগী পশ্বাদি রাখিতে এবং উক্ত পশুদিগের আহার জন্য তৃণাদি গ্রহণ করিতে পারিবেক; তদ্ভিন্ন অন্য পশু বা অন্য বস্তু রাখিতে পারিবেক না। ঐ পতীত ভূমি যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেক এবং যে ব্যক্তি পূর্ব্বাবধি উহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, এতদুভয় ব্যক্তি ভিন্ন উহাতে পশ্বাদি রাখিতে বা ঐ স্থান হইতে তৃণ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারিবেক না।

প্রাচীন কালাবধি কোন কোন স্থানের ভূমিতে অসংখ্য পশু ধারণ ও তাহাদের আহারের নিমিত্ত তৃণাদি গ্রহণ করিবার নিয়ম আছে।

অপরের ভূমি ব্যবহার করণে যাহাদিগের ক্ষমতা আছে, তাহারা যদ্যপি অন্য কোন কারণে সেই ভূমি ভূম্যাধিকারীকে প্রত্যর্পণ করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাহার ব্যবহার-স্বত্বের লোপ হইবে।

নাবালগ ইত্যাদি নানা কারণ বশতঃ কোন বিষয়ের অভিযোগ করণের কাল বিলম্ব হইলে, অভিযোগের সময় বহির্ভূত হইবেক না। ইহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত তামাদি আইনে বিশেষ বর্ণিত হইবে।

প্রেস্ক্রিপ্‌সন্ আক্ট ও প্রচলিত নিয়মের দ্বারায় ব্যবহার বিষয়ে

যে প্রকার স্বত্ব জন্মিয়া থাকে, ব্যবহারকারী ব্যক্তি স্ব ইচ্ছায় কিছু কাল ভোগবান্ না থাকিলে তাহার সেই স্বত্বের কোন রূপ ব্যাঘাত ঘটিবেক না। কিন্তু ব্যবহৃত বিষয় অন্য কাহারো অধীনস্থ হইলে ব্যবহারের নিরূপিত কাল পর্য্যন্ত যদ্যপি কোন আপত্তি না করেন, তাহা হইলে তিনি তাহা হইতে বঞ্চিৎ হইবেন।

---

পশু চরাইবার বিধি।

দেশ ব্যবহারানুসারে বেষ্টন বিহীন পতীত ভূমিতে যে সকল মনুষ্যে অধিকারীত্ব আছে, ঐ সকল স্থানে তাহাদিগের পশু চরিবেক।

উভয় পক্ষের অধিকারস্থ ভূমিতে উভয় পক্ষের পশু বিচরণ করিবেক, এবং উক্ত পশুদিগের আহার জন্য উভয়ে উভয় স্থান হইতে তৃণাদি গ্রহণ করিতে পারিবেক এরূপ সন্ধি-পত্র থাকিলে, উহাদিগের উভয়ের মধ্যে কেহ কাহাকেও তদ্বিষয়ে নিবারণ করিতে পারিবে না, যদ্যপি এক ব্যক্তি তদ্বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অপর ব্যক্তিও অ[illegible]য়ী ব্যবহার করিতে পারিবেক।

ভূম্যাধিকারীর প্রদত্ত এবং প্রাচীন কালাবধির ব্যবহার, এতদুভয় বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে, প্রাচীন কালের ব্যবহারই বিচার সিদ্ধ হইবেক, কিন্তু যদ্যপি ভূম্যাধিকারীর অভিমতানুসারেই পশু চরাইবার প্রথম সুত্রপাত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার অনুমতি বলবৎ রাখিয়া বিচার হইবেক।

---

## ভূমি বেষ্টনবিষয়ক ব্যবস্থা।

ব্যবহারনিয়মানুসারে ভূম্যাধিকারীদিগের প্রতি ভূমি বেষ্টনের যে বিধি আছে, অনাবশ্যকবোধে তাঁহারা যদ্যপি ঐ ভূমি অবেষ্টিত রাখেন, তাহা হইলে উক্ত বেষ্টনবিহীন ভূমিতে কোন পশু আসিয়া হত বা আহত হইলে, কিম্বা কোন ব্যক্তির কোনরূপ ক্ষতি হইলে, ভূম্যাধিকারী অপরাধী হইবেন।

অন্যান্য ব্যক্তিরা আপন ভূমি বেষ্টনহীন রাখিলে যে পরিমাণে দোষী হইয়া থাকে, রেইলওয়েকোম্পানীরাও তদ্বিষয়ে তদনুরূপ।

যদ্যপি কোন ব্যক্তির পশু দৈবাধীন কাহারো বেষ্টনহীন ভূমি দ্বারা অন্য কোন ভূম্যাধিকারীর ভূমিতে আসিয়া হত বা আহত হয়, তাহা হইলে পশুস্বামী তজ্জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে অপরাধী করিতে পারিবেন না; কেননা নিয়মানুসারে দ্বিতীয় ব্যক্তি আপন ভূমি বেষ্টন করিবার নিমিত্ত প্রথমের নিকট অঙ্গীকৃত আছে, সুতরাং দ্বিতীয় ব্যক্তিই অপরাধি হইবে।

দুই বা ততদিক ভূম্যাধিকারীদিগের ভূমিনির্দ্দিষ্ট জন্য প্রাচীর নির্ম্মিত থাকিলে, তাহা সাধারণ অধিকারভুক্ত হইবেক।

দুই জন ভূম্যাধিকা[illegible]ব্যয় দ্বারা একটী প্রাচীর নির্ম্মিত থাকিলেও যে ব্যক্তির যে পর্য্যন্ত ভূমির সীমা নির্দ্ধারিত আছে, প্রাচীরও সেই রূপ অংশে বিভাগ হইবে; ঐ রূপ প্রাচীরকে সাধারণপ্রাচীর কহা যাইতে পারে না।

নিকটবর্ত্তী দুই বা ততোধিক ব্যক্তিরা আপনাপন ভূমির সীমা বেষ্টন করিয়া রাখিবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকিলে, তাহারা আপন অধিকৃত ভূমি এরূপে বেষ্টিত করিবেন যদ্দ্বারা একের পশু দ্বারা অন্যের ভূমিতে গমনাগমন করিতে না পারে।

---

## কূপ খনন ও জল বহির্গমনের বিধি।

জল কষ্ট নিবারণ জন্য সকলেই আপনাপন ভূমিতে কূপ খনন-করাইতে পারিবেক; যদ্যপি এক ব্যক্তির নূতন কূপ দ্বারা অপরের পুরাতন কূপের জল শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে নূতন কূপ খনন-কারীকে দোষী মধ্যে গণ্য হইতে হইবেক না।

এক ব্যক্তির বাটীর জল অন্যের বাটী বা ভূমি দ্বারা বহির্গত হওয়া নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য; কিন্তু যদ্যপি কোন লিখন পঠন দ্বারায় অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথবা পূর্ব্ব সময়াবধি ঐ রূপ ব্যবহার প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে এক ব্যক্তির বাটীর জল অন্যের ভূমিসাহায্যে নির্গম হইতে পারিবেক।

পূর্ব্বাবধি যাহাদের বাটীর জল অন্যভাগে বহির্গত হইত, তাহার সুবিধার নিমিত্ত অধিক কূপ খনন করাতে যদ্যপি সেই পথ দিয়া অধিক জল নির্গত হইয়া কাহারো ক্ষতি করে, তাহা হইলে যাহার দ্বারায় উক্ত কার্য্য হইবেক তাহাকেই দায়ী হইতে হইবেক।

---

## পঞ্চম অধ্যায়।

---

### বাটী বা গৃহ মধ্যে আলো ও বায়ু প্রবেশের পথ রাখিবার বিধি।

যদ্যপি কেহ নূতন বাটী নির্ম্মাণ করণ সময়ে অপরের বাটী অথবা ভূমির দিকে বিনা সম্মতিতে কিম্বা বাচনিক অনুমতি দ্বারা আলো ও বায়ু প্রবেশ জন্য জানলা স্থাপন করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যিনি আপন বাটী অব্যবধান অনুভাব করিবেন, তিনি উহা অপবারণের নিমিত্ত নিজ ভূমিতে এরূপ উন্নতভাবে প্রাচীর উত্তোলন করিতে পারিবেন, যদ্দ্বারা উক্ত জানলা দৃষ্টিগোচর না হইতে পারে।

কোন ভূম্যাধিকারীর প্রজা নিজ আবাসভূমির দিকে আপন প্রতিবাসীকে আলো অথবা বায়ু প্রবেশের পথ প্রদান করিলে ঐ ব্যক্তি চিরব্যবহারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেক না; কিন্তু যদ্যপি উক্ত ভূম্যাধিকারী ঐ বিষয় অবগত হইয়াও বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত কোন আপত্তি না করেন, তাহা হইলে ঐ প্রতিবাসীর উপরোক্ত ব্যবহার চিরস্থায়ী হইবেক।

যদি কোন ব্যক্তি ভূম্যাধিকারীর অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কোন প্রজার অভিমতানুসারেই তাহার দখলীকৃত ভূমিতে ঐ রূপ কোন বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রজার অবিদ্যমানে তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন।

যদ্যপি বিংশতি বৎসরের ক্রমানুগত ব্যবহার থাকে, তাহা হইলে যে কোন ব্যক্তি, আপন বাটীতে আলো ও বায়ু প্রবেশ জন্য বহির্ভাগে জানালা বা দরজা রাখিতে পারিবেক; কিন্তু উক্ত বহির্ভাগ-সান্নিধ্য ভূম্যাধিকারীর অনভিমতে তত্রস্থ কোন প্রজার সম্মতি লইয়া বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত প্রকার জানালা বা দরজা রাখিলে

যদি ঐ ভূম্যাধিকারী সেই বিষয় অবগত না হইয়া থাকেন, তবে তাহা ক্রমানুগত ব্যবহার মধ্যে গণ্য হইবেক না এবং ঐ সমস্ত অবরোধ করিতে হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার আপন ভূমির একাংশে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া কাহাকেও বিক্রয় করেন, তাহা হইলে তিঁনি ঐ বাটীর আলো ও বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিতে পারিবেন না; কিন্তু তৎপরে যদি তাহার অপরাংশ ভূমি অন্য কোন ব্যক্তিকে বিক্রয় করেন এবং ক্রেতার সহিত এরূপ বন্দোবস্ত না থাকে যে, তিনি আলো ও বায়ু প্রবেশ জন্য পথ প্রাপ্ত হইবেন, তাহা হইলে সেই পথ রুদ্ধ হইবেক।

পূর্ব্বাবধি যে বাটী এক তালা থাকাতে আলো ও বায়ু প্রবেশ হইত, তাহাকে দুই তালা করিলে যদ্যপি ঐ পথ রুদ্ধ হয়, তবে উক্ত এক তালা বাটী পূর্ব্বাবস্থাতেই অবস্থিত থাকিবেক।

কোন বাটীর অধিকারী ব্যক্তি পুরাতন ক্ষুদ্র জানালা ও দরজা পরিবর্ত্তন করিয়া বৃহদাকারে স্থাপিত করিলে তৎপার্শ্বস্থ বাটীর অধিকারী পুরাতন জানলা ও দরজার অতিরিক্ত স্থান রুদ্ধ করিতে পারিবেন।

যদি কোন ব্যক্তি পনর বৎসর পর্য্যন্ত আপন বাটীর জানালা বা দরজার সম্মুখে দেয়াল গাঁথিয়া রাখেন, তাহা হইলে তিনি আলো ও বায়ু প্রবেশ জন্য অপরের ভূমি হইতে যে প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন।

জানালা ইত্যাদি বসাইবার আয়তন রাখিয়া বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্থানে দেয়াল গাঁথিয়া রাখিলেও তাঁহার জানালা বা দরজা বসাইবার স্বত্ব লোপ হইবেক না।

কোন ব্যক্তি কোন ভূমির পাট্টা লইয়া ঐ ভূমির পুরাতন জানালা বা দরজা রুদ্ধ করিলে ঐ ব্যক্তি তজ্জন্য ভূম্যাধিকারীর নিকট দায়ী হইবেক।

---

## বাটীর ব্যবহার, মেরামত ও তদ্বিষয়ক অন্যান্য নিয়ম।

কোন ব্যক্তির একটী দুই তালা বাটী থাকিলে তিনি যদ্যপি উপর তালা কাহাকেও বিক্রয় করেন, তাহা হইলে ঐ বিক্রীতবাটীর রক্ষাজন্য নিম্নস্থ গৃহ সকল উত্তমরূপে মেরামত করিবেন, এবং উপরস্থ গৃহের স্বামী এমত কোন অত্যাচার করিতে পারিবেন না, যাহা দ্বারা নিম্নস্থ গৃহের কোন প্রকার হানি হয়।

যদ্যপি একটী বাটীর প্রত্যেক তালার আবাসমহল প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে ঐ বাটী ভাড়া দেওয়া হউক, বা বিক্রয় করা হউক, পৃথক্ পৃথক্ তালার ভাড়াটিয়া বা ক্রেতাদিগকে আপনাপন আবাস-স্থান সকল এরূপভাবে মেরামত করিতে হইবেক, যদ্দ্বারা উক্ত বাটীর অন্য কোন ভাড়াটিয়া বা ক্রেতাগণের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকে।

ভাড়াটিয়ার দ্বারা মেরামতাদি হইবেক, এই নিয়মে বাটী ভাড়া দেওয়া হইলে, মেরামত না হওয়াপ্রযুক্ত যদ্যপি ঐ বাটী ভগ্ন হইয়া ভাড়াটিয়ার কোন প্রকার হানি করে, তাহা হইলে বাটীর অধ্যক্ষ তজ্জন্য দায়ী হইবেন না।

মেরামত ব্যতিরেকে ভগ্নবাটী পতিত হওয়াতে, পথিক বা অন্য বাসিন্দাগণের কোন রূপ ক্ষতি হইলে বাটীর স্বামী তাহাতে দোষী হইবেন; কিন্তু ভাড়া দিবার সময় যদ্যপি বাটী উত্তমাবস্থায় থাকে এবং ভাড়াটিয়ার অধীনে মেরামতিকার্য্য থাকিয়া উহার ভগ্নাবস্থা ঘটে, তাহা হইলে ভাড়াটিয়াকে দোষভাগী হইতে হইবেক। ঐ বাটী ভগ্নাবস্থায় পুনরায় পাট্টা দিলে তজ্জন্য বাটীর অধিকারী এবং রাইয়ত উভয়েই দণ্ডনীয়।

যদি মেরামত বিহীন কোন ভগ্নবাটী কোন ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত হয়, এবং ঐ ব্যবহারকারীর সহিত বাটীর অধ্যক্ষের এরূপ বন্দোবস্ত থাকে, যে আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রেই তাহাকে তাহা পরিত্যাগ করিতে

হইবেক, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি যত দিন সেই বাটীতে অবস্থিত থাকিবে তত দিন তাহার পতননিবারণ জন্য এরূপভাবে কোন বস্ত্র দ্বারা ঠেস দিয়া রাখিবেক যাহাতে তাহার কোন অংশ পতিত হইয়া কোন ব্যক্তির ক্ষতি না করে।

বাটীর দেওয়ালে কোন রূপ দ্রব্য ঝুলান থাকিলে যদ্যপি তাহা পতিত হইয়া কাহারো অনিষ্ট করে কিম্বা মেরামত না থাকাতে কোন বাটীর ছাদ হইতে টাইল পড়িয়া কাহারো হানি করে, তাহা হইলে সেই বাটীর স্বামী তজ্জন্য দায়ী হইবেন। দৈবঘটনা অর্থাৎ ঝড় বৃষ্টি দ্বারা কোন বাটী হইতে টাইল বা ইষ্টক পতিত হইয়া কাহারো ক্ষতি করিলে বাটীর অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন না।

কোন ব্যক্তি আপন বাটী ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে তৎ পার্শ্ববর্ত্তী বাটীর অধিকারীকে তদ্বিষয়ে বিজ্ঞাপন দিবেন, কেননা যাহাতে তাঁহার বাটীর কোন রূপ অনিষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি উপায় স্থির করিতে পারিবেন।

যদ্যপি কেহ আপন পুরাতন বাটী ভাঙ্গিবার সময় অজ্ঞতাপ্রযুক্ত তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূম্যাধিকারীর মৃত্তিকামধ্যস্থ কোন গৃহের কোন প্রকার ক্ষতি করেন, তাহা হইলে তিনি তজ্জন্য দোষী হইবেন না।

কোন গুদামবাটীতে মাল বোঝাই করিবার সময় যদ্যপি সেই গুদাম বাটী ভাঙ্গিয়া যায়, অথবা তাহার মেজে হইতে বোঝাই দ্রব্যের রস নির্গত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কোন ব্যক্তির অনিষ্টোৎপাদন করে, তাহা হইলে দ্রব্যের অধিকারী এই সমস্তের দায়ী হইবেন।

---

## বাটী ভাড়া ও তৎসম্বন্ধীয় অপরাপর নিয়ম।

ভাড়াটিয়াবাটী কাহার দ্বারা কোন স্থান কি প্রকারে মেরামতাদি হইবেক, অঙ্গীকার পত্রে তাহা লিখিত না থাকিলে, ব্যবহার-

কারীকেই তাহার মেরামতকার্য্য সমাধা করিতে হইবেক। যদ্যপি এক বৎসরের নিমিত্ত বাটী ভাড়া লওয়া হয়, ও অঙ্গীকার-পত্রে মেরামত করণের নিয়ম উল্লেখিত না থাকে, তাহা হইলে গমনাগমনের পথ ও জল নির্গমের স্থান এবং রাস্তা প্রভৃতি অধ-ক্ষের যে সমস্ত দ্রব্য তাহার ব্যবহারে অকর্ম্মণ্য প্রায় হইয়াছে ব্যব-হারকারী ন্যায্যমত তাহা পরিস্কৃত ও মেরামতাদি করিবে, কিন্তু বাটীর প্রাচীনাবস্থাপ্রযুক্ত যাহা যাহা বিনষ্ট হইবেক, ব্যবহারকারী তাহার দায়ী হইবেক না।

ভাড়ার অঙ্গীকারপত্রে মেরামতের বিষয় প্রসঙ্গমাত্রও না থাকিলে, এবং ব্যবহারকারী কর্ত্তৃক কি প্রকারে মেরামত হইবেক তাহা স্থিরীকৃত না হইলে, বাটীর ভগ্নাবস্থাহেতু বা দৈবঘটনাপ্রযুক্ত যে সকল অংশ নষ্ট হইবে, তাহা অল্পব্যয়সাধ্য না হইলে ব্যবহার-কারী দ্বারা মেরামতাদি হইবেক না।

ভাড়াবাটীর ভগ্নাংশ মেরামত জন্য কোন রূপ অঙ্গীকার থাকুক বা না থাকুক, নির্দ্ধারিত সময় গতে, বায়ু গমনাগমনের ও জল নির্গমের পথ সকল এবং যে সমস্ত কাষ্ঠ আচ্ছাদন ব্যতিরেকে রৌদ্র ও জল দ্বারা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা উত্তমাবস্থায় রাখিয়া ব্যবহারকারী বাটী পরিত্যাগ করিবে।

ভাড়া লইবার অঙ্গীকারপত্রের নিয়মানুসারে স্থান পরিত্যাগ সময় ব্যবহারকারীকে যে বাটী মেরামত করিতে হয়, তাহার প্রাচীনা-বস্থাহেতু অথবা দৈবঘটনাপ্রযুক্ত যে সকল স্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা মেরামত করিয়া দিতে হইবেক এবং যদ্যপি সেই বাটী অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বমত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিবেক।

যদ্যপি অঙ্গীকারপত্রে এরূপ লিখিত থাকে যে, নাম স্বাক্ষরিত করণের পূর্ব্ব দিবস হইতে অঙ্গীকারানুযায়ী স্বত্বাধিকারী হইবেক, তাহা হইলেও পূর্ব্বদিনে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, অঙ্গীকার-

কারী তাহার দায়ী নহে। ভাড়া লইবার অঙ্গীকারসময়ের মধ্যে বাটীর ভগ্নাবস্থা জন্য অথবা মেরামতের নিমিত্ত অধিকারী যদ্যপি ব্যবহারীর নামে অভিযোগ করেন, তাহা হইলে তজ্জন্য সামান্য দোষে দোষী হইয়া তাহাকে অত্যল্প পরিমাণে দণ্ডনীয় হইতে হইবেক।

ভাড়াবাটীর মেরামত করণের সাধারণ অঙ্গীকারমতে ব্যবহারকারী যে বাটী সে অবস্থায় গ্রহণ করিবেক, পরিত্যাগকালে তদপেক্ষা উত্তমাবস্থায় অবস্থিত করিয়া দিতে হইবেক না।

বাটী যে অবস্থায় আছে পরিত্যাগকালে তদনুরূপ অবস্থায় থাকিবেক, অঙ্গীকারপত্রে এরূপ লিখিত থাকিলে, উক্ত বাটীর কোন এক সামান্য ক্ষতি হইলে তাহা মেরামত করিতে হইবেক না, অথবা যদ্যপি বাটীব্যবহারীর অমনোযোগীতা ভিন্ন দৈবাধীনে অর্থাৎ ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি দ্বারা সেই বাটীর বিশেষ ক্ষতি হয়, তাহা হইলেও তাহাকে ঐ ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবেক না ; কিন্তু পরিত্যাগ কালে উত্তমরূপে মেরামত করিয়া দিব, নিয়মপত্রে এরূপ অবধারিত থাকিলে, মেয়াদ গতে বাটীর অবস্থানুযায়ী উত্তমরূপ মেরামত করিয়া দিবেক, অথবা পূর্ব্বাবস্থার অনুরূপ করিলেও দোষনীয় হইবেক না।

ভাড়াটিয়া দ্বারা আবশ্যকমতে বাটী মেরামত হইবেক, নিয়মপত্রে এরূপ লিখিত থাকিলেও যদ্যপি ভাড়াটিয়া তদ্বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাটীর অধ্যক্ষ তাহার অনভিমতে আপন ব্যয়ানুকূল্যে উহা মেরামত করণের পর বিচারালয়ে তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তজ্জন্য যে সমস্ত অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন ; কিন্তু যদ্যপি তিনি উক্ত বাটী মেরামত না করিয়া ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে অন্যায়রূপে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভাড়াটিয়া তজ্জন্য তাঁহার নামে অভিযোগ করিয়া আপন অর্থ পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেক।

প্রয়োজনমতে অধিকারী ব্যক্তি আপন বাটী মেরামত করিয়া দিবেন, ভাড়াটিয়ার সহিত এরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিয়াও যদ্যপি ঐ বিষয়ে তাচ্ছল্য প্রদর্শন করেন, এবং তন্নিমিত্ত ভাড়াটিয়ার বাস-কষ্ট হয়, তাহা হইলে ভাড়াটিয়া তজ্জন্য অধিকারীর নামে নালিশ করিতে পারিবেক ;* কিন্তু বাটী পরিত্যাগ করিতে পারিবেক না। অঙ্গীকার পত্রের নিয়মানুযায়ী আপন বাসভবন মেরামত না করিলে বাটীর অধ্যক্ষ ভাড়াটিয়ার নামে নালিশ করিয়া বাটী মেরামত করণের ব্যয় গ্রহণ করিতে পারিবেন ও মেরামত হওন জন্য যত দিন ঐ বাটী শূন্য থাকিবেক তাহার ভাড়া পাইবেন এবং শূন্য থাকাপ্রযুক্ত বাটীর কোন ক্ষতি হইলে ভাড়াটিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেক।

যদ্যপি অধিকারীর সহিত ব্যবহারকারীর এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত থাকে যে, অগ্নিদাহ ভিন্ন সকল সময়ে বাটী মেরামত করিয়া লইবে, তাহা হইলে কোন সময়ে ঐ বাটীতে অগ্নি লাগিলে মেরা-মত জন্য যত দিন বাটী শূন্য থাকিবেক, ভাড়াটিয়াকে তত দিনের ভাড়া দিতে হইবেক।

কোন ব্যক্তি কোন বাটীর দখলীকার হইলে অথবা আমলনামা পাইলে, উক্ত বাটী তাহার অভিমতানুযায়ী হউক, বা না হউক, অধ্যক্ষকে নিরূপিত ভাড়া দিতে হইবেক ; কিন্তু অধিকারী যদ্যপি কোন প্রকার ছলনা দ্বারা ঐ বাটী ভাড়া দিয়া থাকেন, এবং অভি-প্রায়ানুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক কি না, এতদ্বিষয় অনুসন্ধানে ভাড়াটিয়ার কোন প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ভাড়াটিয়া, ভাড়া না দিয়াও বাটী পরিত্যাগ করিতে পারিবেক।

নিয়মবদ্ধ না করিয়া কোন বাটী ভাড়া লইলে তাহা যদ্যপি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, তাহা হইলেও তৎপরের ভাড়া দিতে হইবেক ; কিন্তু স্থান পরিত্যাগ করিলে ভাড়া বঞ্চিত হইবেক এবং যদ্যপি উক্ত স্থানের কিয়দংশমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে নিয়মানুযায়ী সেই অংশের ভাড়ার অতিরিক্ত লাগিবেক না।

অধিকারীর বিনা প্রতারণায় অথবা তাঁহার প্রবঞ্চনা এবং বাটীর আনুপূর্ব্বীব বিবরণ অবগত না হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া কেহ কোন বাটী ভাড়া লইলে পর যদ্যপি ঐ স্থানের জল-বায়ু অস্বাস্থ্যকর প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে ভাড়াটিয়া বাটী পরিত্যাগ করিতে পারিবেক, এবং বাটীর অধ্যক্ষ তন্নিমিত্ত তাহার নিকট ভাড়ার দাওয়া করিতে সক্ষম হইবেন না।

কেহ কোন কারণবশতঃ নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক ব্যবহৃত বাটী পরিত্যাগ করিলে, যত দিন পর্য্যন্ত সেই বাটীতে অন্য ভাড়াটিয়া না আসিবেক, পরিত্যাগকারী তত দিনের ভাড়ার নিমিত্ত দায়ী থাকিবেক।

বাটীর অধিকারী ব্যক্তি যাহার প্রতি ভাড়া গ্রহণের ভারার্পণ করিবেন তাহাকেই প্রদান করিতে হইবেক ; কিন্তু যাহা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে, অধিকারী যদি পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ জন্য কাহাকেও লিখিয়া দেন, তাহা হইলে সেই ভাড়া প্রদান করিতে হইবেক না।

যদ্যপি বাটীর ভাড়া প্রদানের সময় নিরূপিত না থাকে, তাহা হইলে মেয়াদ গতে এক কালে সমস্ত ভাড়া দিতে হইবেক এবং ভাড়া অর্পণ করিবার স্থান স্থিরীকৃত না থাকিলে, অধিকারী যথায় থাকিবেন অনুসন্ধান দ্বারা নিয়মিত সময়ে ভাড়াটিয়া তথায় ভাড়া উপস্থিত করিবে।

---

## অগ্নি দ্বারা গৃহদগ্ধ ও তজ্জনিত ক্ষতি-
## বিষয়ক বিধি।

কোন এক ব্যক্তির বাটী বা অন্য কোন দ্রব্য কোন ভাড়াটিয়ার ব্যবহারে থাকিলে, দৈবাধীনে, তাহা যদ্যপি অগ্নিসংলগ্নে দগ্ধ হয়, তাহা হইলে ভাড়াটিয়া তজ্জন্য দায়গ্রস্থ হইবেক না।

বাটী বা ভূমি লওনের এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ অঙ্গীকারপত্রে যদ্যপি এরূপ লিখিত থাকে যে, অগ্নিতে বাটী দগ্ধ হইলে অধিকারীর নিকট হইতে ভাড়াটিয়া আপন ক্ষতি পূর্ণ করিয়া লইতে পারিবেক এবং তজ্জন্য ইনশিউরেন্স অর্থাৎ বিমা হইলে অধিকারী ব্যক্তি ঐ প্রজার ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন।

কোন ভাড়াটিয়ার অনবধানতা এবং অলসতাপ্রযুক্ত গৃহাদি দগ্ধ হইলে, অধিকারী ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে নিজ ক্ষতি পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন; কিন্তু যদি অন্য কোন ব্যক্তির অগ্নিসম্বন্ধীয় কার্য্যদ্বারা ঐ ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রজার পরিবর্ত্তে সেই ব্যক্তি তজ্জনিত দোষের দণ্ডভাগী হইবেক।

যদি কোন ব্যক্তি আবশ্যকমতে সর্ব্বদাই অগ্নিকার্য্য করে এবং তদ্দ্বারা কাহারো বাটী বা দ্রব্যাদি দগ্ধ হয় অথবা তাহার পরিবার বা ভৃত্য কর্ত্তৃক ঐরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে দগ্ধকার্য্যের দায়ী হইতে হইবেক; কিন্তু অপর কোন লোক অন্য স্থান হইতে তাহার বাটী অথবা তৎস্থানস্থ খড়ের গাদা প্রভৃতিতে অগ্নি ফেলিয়া দিলে, কিম্বা অন্য কেহ কোন প্রয়োজন হেতু অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে, যদ্যপি প্রবল বায়ু সহযোগে ঐ অগ্নি স্থানচ্যুত হইয়া তৎপল্লীস্থ বাসিন্দাগণের গৃহাদি দগ্ধ করে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সেই বিষয়ের দোষভাগী হইবেক না, এবং দৈবাধীনে অগ্নি দ্বারা প্রজার গৃহাদি ভস্ম হওন জন্য, অধিকারী ও ব্যবহারী যেরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছে তাহারও অন্যথা হইবেক না।

রেইলওয়ে গাড়ির গমনাগমন সময়ে পথিমধ্যে বা অন্য কোন স্থানে কলের অগ্নি দ্বারা কাহারো গৃহাদি দগ্ধ হইলে, রেইলওয়ে কোম্পানী তজ্জন্য দায়গ্রস্থ হইবেন।

যদি কোন ব্যক্তির ভৃত্য কর্ত্তৃক কাহারো গৃহাদি দগ্ধ হয়, তাহা হইলে ভৃত্য সেই অপরাধে দণ্ডনীয়; ভৃত্যের প্রভু সেই জন্য দোষী হইবেন না।

কাহারো বাটী মধ্যে বাজী দগ্ধ বা গ্যাসের অগ্নি দ্বারা অপর-লোকদিগের বাটী দগ্ধ হইলে সেই ব্যক্তি উহার দায়ভাগী হইবেক; কিন্তু যদ্যপি তস্করেরা গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক অপহরণান্তে এই ঘটনা উপস্থিত করিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে গৃহস্থ দোষনীয় নহে।

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

### পথ প্রস্তুত ও তাহার ব্যবহার করণের ব্যবস্থা।

সর্ব্বসাধারণের গমনাগমন জন্য যে সকল পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হস্তান্তরিত হইলেও পূর্ব্ব প্রথার পরিবর্ত্তন হইবেক না। যদ্যপি কোন ব্যক্তি প্রণয় অথবা অনুরোধের অধীন হইয়া আপন অধিকারস্থ ভূমিতে অপর কোন ব্যক্তিকে গমনাগমন করণ জন্য পথ প্রদান করেন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি উহার অধিকারী মধ্যে গণনীয় হইবেক না, এবং তাহার উত্তরাধিকারীরাও উহা ব্যবহার করণের প্রত্যাশা করিতে পারিবেক না।

কোন ভূম্যাধিকারীপ্রদত্ত ভূমিখণ্ডে পুষ্করিণী, উদ্যান বা কোন প্রকার যন্ত্রালয় অথবা কাহারো আবাসবাটীতে গমনাগমন করিবার নিমিত্ত পথ প্রস্তুত থাকিলে, কোন সময় যদ্যপি অপর কোন ব্যক্তি তৎসংক্রান্ত ভূমি সকলের তদধিকারী হন, তাহা হইলে তিনি ঐ পথে স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বনিয়ম রহিত করিতে পারিবেন না।

পথ দ্বিবিধ প্রকার; হাই ওয়ে ও প্রাইবেট্ ওয়ে। যে সকল থ রাজার অথবা অন্য কাহারো ব্যয় সাহায্যে সর্ব্বসাধারণের গমনাগমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকেই হাই ওয়ে অর্থাৎ প্রকাশ্য বা রাজপথ বলা যায়। কোন ব্যক্তি আপন প্রয়োজনমতে অথবা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিব্যূহের গমনাগমনের নিমিত্ত নিজ ভূমিতে যে পথ প্রস্তুত করেন, তাহাকে প্রাইবেট্ অর্থাৎ অপ্রকাশ্য পথ বলা যায়। অপ্রকাশ্য পথ সাধারণের গমনাগমনের নিমিত্ত নহে; কিন্তু যে সকল অপ্রকাশ্য পথ প্রথমতঃ উপরুক্ত নিয়মে

প্রস্তুত হইয়া ক্রমশঃ রাজসাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ রাজা কর্ত্তৃক পরিষ্কৃত ও আলো প্রদানাদি হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা সর্ব্ব-সাধারণে গমনাগমন করিতে পারিবেক।

পথে গমনাগমন করিবার জন্য নানা প্রকার নিয়ম আছে, অর্থাৎ গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ রূপে চালিত হইবেক; কিন্তু মনুষ্যদিগকে ঐরূপ নিয়মে আবদ্ধ হইতে হইবেক না।

রাজসাহায্যবিহীন অনেকানেক অপ্রকাশ্য পথেও এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, তদ্দ্বারা কেবল মনুষ্য গমনাগমন করিতে পারিবেক; কিন্তু যদ্যপি কেহ ঐ প্রথার অন্যথা করিয়া উক্ত রাস্তা দিয়া গাড়ি, মোট, গো, অশ্ব, মেষ মহিষ ও ছাগ ইত্যাদি লইয়া যায়, তাহা হইলে নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করণাপরাধে বিচারাধীনে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবেক।

বর্ত্তমান সময়ে পার্লিয়ামেণ্টের ব্যবহার-নিয়ম দ্বারা প্রজা-দিগের প্রার্থনানুসারে যে সকল পথ প্রস্তুত হয়, তাহাতে গবর্ণ-মেণ্টের কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক এবং ঐ রাস্তার অবস্থা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মেরামত হইবেক।

যদ্যপি প্রকাশ্য পথ মেরামত না হওয়াতে মনুষ্যদিগের গমনা-গমনের ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে ঐ পথের উভয় পার্শ্বস্থ ভূমির উপর দিয়া গতায়াত করা যাইতে পারে; কিন্তু অপ্রকাশ্য পথ ঐ রূপ হইলে তাহার পার্শ্ব দিয়া গমনাগমন করা যাইতে পারিবেক না।

ব্যবহারমতে যে সকল পথে সাধারণে গমনাগমন করিয়া থাকে, ঐ পথ যদ্যপি কোন নগরের নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে তন্নগরীস্থ প্রজাগণের অর্থানুকূল্যে উহা মেরামত হইবেক; কিন্তু পূর্ব্বপ্রচলিতপ্রথায় অন্যথা করিয়া ঐ প্রজাগণের প্রতি উক্ত বিষ-য়ের ভারার্পণ করা যাইতে পারিবেক না।

রাজা ৪র্থ উইলিয়মের রাজ্যশাসনের সময়াবধি এই নিয়ম ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে যে, প্রকাশ্যপথ রহিত বা পরিবর্ত্তন

করিবার নিমিত্ত বাসিন্দাগণ কমিস্তনরদিগের নিকট আবেদনপত্র প্রদান করিবেক, এবং আবেদন প্রদাতৃগণ যদ্যপি উক্ত কমিস্যনর-দিগের অভিপ্রায় বা আদেশ মনোনীত না করে, তাহা হইলে তাঁহারা সেসন কোর্ট নামক বিচারালয়ে আপিল করিতে পারিবেন।

যে সকল পথ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ব্যয়সাহায্যে মেরামত হইবার রীতি আছে, তাহার মেরামত সময়ে উহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আপন অংশ প্রদান না করিবেন, তদবধি তিনি ঐ পথে যাতায়াত করিতে পারিবেন না।

---

সেতু নির্ম্মাণ ও তাহার অধিকার এবং মেরামত করিবার ব্যবস্থা।

যে সকল সেতু পূর্ব্ব কালাবধি নির্ম্মিত আছে, তাহা রাজ অধি-কারভুক্ত হইবেক এবং যদ্যপি ঐ সেতুর মেরামতের নিমিত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি নিরূপিত না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী লোকদিগের ব্যয়সাহায্যে উহা মেরামত হইবে। উপ-রোক্ত সেতু কোন মাননীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা নির্ম্মাণ হইলেও উল্লিখিত নিয়মের পরিবর্ত্তন হইবেক না। যে ব্যক্তি যে সেতুর হইতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই সেই সেতু মেরামত করিতে হইবেক। যদ্যপি সাধারণের ব্যবহার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি সেতু নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইলে যে গ্রামে সেই সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের আয় হইতে তাহার মেরামতের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবেক।

কেহ আপন ব্যবহারের জন্য সেতু নির্ম্মাণ করিলে তাহা যদ্যপি (৪০) চল্লিশ বৎসরের অধিক কালও অপর সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সেতু সাধারণের ব্যবহার্য্যনীয়রূপে গণ্য হইয়া সেই গ্রাম ও তৎসমীপস্থ গ্রামের আয় হইতে মেরামতাদি হইবেক।

---

## রেইলওয়ে-ভূমিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা।

রেইলওয়ের আইনানুসারে ভূমি ক্রয় করণকালে তন্নিম্নস্থ খনীর বিষয়ে কবলায় কোন প্রকার নিয়ম নিরূপিত না থাকিলে কোন সময়ে যদ্যপি উক্ত খনী হইতে কোন প্রকার ধাতু বাহির হয়, তাহা হইলে ঐ ভূমির পূর্ব্ব অধিকারী ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হইবে।

রেইলওয়ে-ভূমির পূর্ব্বতন অধিকারীর বিক্রীত অথবা উহার চল্লিশ গজ অন্তরস্থ কোন ভূম্যাধিকারীর ভূমির নিম্নভাগে ধাতুর খনী থাকিলে, তাঁহারা যদ্যপি ঐ খনী খনন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার (৩০) ত্রিশ দিন পূর্ব্বে রেইল-ওয়ে কোম্পানীকে এই বিষয় অবগত করিতে হইবেক, তাহাতে রেইলওয়ে কোম্পানীদিগের অভিমত হইলে ঐ সকল ভূমি তাঁহারা ক্রয় করিতে পারিবেন, নতুবা ঐ ত্রিশ দিন পরে উক্ত খনী তাঁহারা খনন করিবেন। কিন্তু ঐ সকল স্থান এরূপভাবে খনন করিতে হইবেক যদ্দ্বারা রেইলওয়ের কোন রূপ ক্ষতি না হয়।

---

## রেইলওয়ে কোম্পানীদিগের কর্ত্তব্যকার্য্য বিষয়ের ব্যবস্থা।

রেইলওয়ে কোম্পানীরা আপনাদিগের অধিকৃতস্থানে রজনী-যোগে এরূপে আলো প্রদান করিবেন যদ্দ্বারা অন্যান্য পথিকগণের গমনাগমনের এবং রেইলওয়ে-শকটারোহণকারীদিগের আরোহণ বা অবরোহণবিষয়ের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। যদ্যপি উক্ত আলোর অভাবে কাহারো কোনরূপ অনিষ্টোৎপাদিত হয়, তাহা হইলে রেইলওয়ে কোম্পানীরা সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন।

রেইলওয়ে-গাড়িতে আরোহণ করিবার পথে যদ্যপি কোনরূপ ফেরফার থাকে, তাহা হইলে আরোহীগণকে পথ প্রদর্শনার্থ রেইল-

ওয়ে কোম্পানী তথায় লোক নিযুক্ত করিবেন, অথবা প্রয়োজনীয় স্থানে তক্তা মারিয়া শকটারোহীদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদয় তাহাতে লিখিয়া রাখিবেন।

রেইলওয়ে কোম্পানীনির্ম্মিত সেতু সমুদায় মেরামত অথবা যে সকল স্থানে নূতন সেতু নির্ম্মাণ অত্যাবশ্যক তাহা না হওয়াপ্রযুক্ত যদ্যপি কাহারো অপকার হয়, তাহা হইলে রেইলওয়ে কোম্পানী সেই অপকারের দায়ী হইবেন।

রেইলওয়ে কোম্পানীরা যে স্থানে ফটক নির্ম্মাণ করিবেন, নিয়মিত সময়ে তাহা রুদ্ধ এবং অবারিত থাকিয়া তাঁহাদিগের নিযুক্ত চৌকিদার কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবেক। তদ্বিপরীতে পথিকদিগের যদ্যপি কোনরূপ ক্ষতি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীকে সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবেক। কিন্তু যে সকল স্থানে রেইলওয়ে ফটকের চাবি নিয়মিতরূপে অন্য কোন লোকের নিকট অর্পিত থাকে, সে স্থানে যথাসময়ে রুদ্ধ অথবা অবারিত না থাকাপ্রযুক্ত, লোক-দিগের ক্ষতি হইলে রেইলওয়ে কোম্পানীরা তদ্বিষয়ে দোষনীয় নহে।

---

## কেনেল-কোম্পানী।

যাঁহারা ব্যবসার জন্য খাল ইত্যাদি খনন করাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কেনেল-কোম্পানী কহে; কেনেল কোম্পানীদিগের খাল খনন জন্য যে সকল সেতু এবং মনুষ্য গমনাগমনের নিমিত্ত যে সমস্ত পথ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদিগকে মেরামত করিতে হইবেক। তদন্যথায় যদ্যপি কোন ব্যক্তির কোন প্রকার ক্ষতি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীরা তদ্বিষয়ে দায়ী হইবেন।

কেনেল-কোম্পানীদিগের খালের নিকটে অন্য কাহারো কয়লার খনী থাকিলে, আবশ্যকমতে তাঁহারা ক্রয় করিতে পারিবেন।

---

### অপরের ভূমি হইতে কাষ্ঠ গ্রহণ করিবার নিয়ম।

এক ব্যক্তির অধিকারস্থ ভূমি হইতে কাষ্ঠ লইয়া অন্য ব্যক্তিকে ব্যবহার করিতে হইলে ক্রয় করিতে হইবেক, অথবা প্রাচীন কালাবধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছে এরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। কিন্তু কাপিহোলডার নামক ভূম্যাধিকারীরা ক্রয় বা পূর্ব্বব্যবহারনিয়ম অসত্বেও দেশপ্রচলিতব্যবহারানুসারে জ্বালানি-কাষ্ঠ গ্রহণ জন্য আপত্তি করিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন অন্য কারণে আবশ্যক হইলে প্রাপ্ত হইবেন না।

বাটীর উনানী ইত্যাদির নিমিত্ত কাষ্ঠ প্রয়োজন হইলে, তন্নিকটস্থ পুরাতন বাটীসংযুক্ত ভূমিতে যে সকল বৃক্ষ থাকিবেক, তাহা গ্রহণ করা যাইবেক ; কিন্তু প্রাচীনকালাবধি ঐ স্থান হইতে ঐরূপ গ্রহণ করিবারি প্রথা না থাকিলে লওয়া যাইবেক না।

## সপ্তম অধ্যায়।

---

### নদীর তীর-ভূমির অধিকারী নির্ণয়, মৎস্য ধরিবার নিয়ম, এবং জলাশয়ের প্রতি ব্যবহার করণের ব্যবস্থা।

যে সকল তীর-ভূমি জলমগ্ন থাকে, তন্নিকটস্থ ভূম্যধিকারী তাহার অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইবেন।

নদীতীরের যত দূর পর্য্যন্ত জোয়ার ভাটা গমনাগমন করে, তন্মধ্যস্থিত ভূমি রাজার অধিকার ভুক্ত হয়। যদ্যপি কেহ তজ্জন্য রাজার নিকট সনন্দপত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি উহা ব্যবহারের অধিকারী হইবেক।

জোয়ারের জল স্ফীত হইয়া যে জমীর যত দূর পর্য্যন্ত আইসে, তৎপার্শ্বস্থ জমীদার সেই ভূমিখণ্ডের অধিকারী।

যে সকল নদীতে নৌকা গমনাগমন করিতে না পারে, সেই নদীর পার্শ্ববর্ত্তী জমীদার ঐ নদীতীরস্থ ভূমির অধিকারী এবং তিনি তাহা হইতে মৎস্য ধরিতে পারিবেন।

যে নদীতে নৌকার গমনাগমন হয়, তাহার তীরভূমি রাজ-অধিকারভুক্ত এবং সর্ব্বসাধারণে তাহা হইতে মৎস্য ধরিতে পারিবেক।

যে সকল জেব-খাদ নদীতে নৌকা গমনাগমন করে, সর্ব্বসাধারণে তাহা হইতে মৎস্য ধরিতে পারিবেক; কিন্তু যাহাতে নৌকার গমনাগমন না হয়, তৎপার্শ্ববর্ত্তী জমীদার ভিন্ন অন্য কেহ তাহা হইতে মৎস্য ধরিতে পারিবেক না।

এক ব্যক্তির অধিকারস্থ জলাশয় হইতে অন্য ব্যক্তি মৎস্য ধরিতে পারিবেক না; কিন্তু জলাশয়ের অধিকারী আপন ইচ্ছায় কাহাকেও

ঐ বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করিলে অথবা পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মানুসারে কাহারো ক্ষমতা থাকিলে, উক্ত কার্য্যে কেহই প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেক না।

ব্যবহারমতে যে সকল জলাশয়ে ময়লা ফেলিবার নিয়ম আছে, তাহাতে ময়লা ফেলিলে কেহ দোষীমধ্যে গণ্য করিতে পারিবে না; কিন্তু ঐ সকল জলাশয়ের জল ব্যবহার জন্য যদি কেহ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুমতি প্রদাতাও উহাতে ময়লা ফেলিতে পারিবেন না।

---

## সকল প্রকার জলাশয়ের জল ব্যবহার করণের নিয়ম।

নদীতে স্নান করিবার সকল লোকেরই সমান ক্ষমতা আছে; কখন কখন জমীদারেরা নিজ অধিকারের নিকটস্থ নদীতে স্নান করণ জন্য নিবারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু এরূপ কোন ব্যবহার-নিয়ম নাই, যদ্দ্বারা উক্ত জমীদারেরা স্নান করিতে নিষেধ করেন; কেননা যখন মাজিস্ট্রেট্‌দিগের এরূপ এক নিয়ম আছে যে, কোন ব্যক্তি নদীতে উলঙ্গ বা অন্য কোন প্রকার নির্লজ্জের ব্যবহার করিলে দণ্ডভাগী হইবে এবং শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর ১০।১১ আইনের টৌন-ক্লজ আক্টেও এরূপ লিখিত আছে যে, নদীতীরে স্নান করিবার জন্য স্থান নিরূপিত করিতে পারিবেক, তখন ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, কোন মতেই নদীতে স্নান করিবার নিষেধ নাই।

দেব-খাদ কিম্বা রাজা বা প্রজা কর্ত্তৃক যে সকল দীর্ঘিকা খনন হইয়াছে, তাহার নিকটবর্ত্তী সর্ব্বসাধারণে তাহা হইতে প্রয়োজনমত জল গ্রহণ করিতে পারিবেক। উক্ত ব্যবহারকারী

ব্যক্তিরা আপন সুবিধার জন্য ঐ বিষয়ে অপর কাহারো বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবেক না।

কোন ব্যক্তি আপন জলাশয় রুদ্ধ করিয়া অপরের জল কষ্ট উৎপাদন করিতে পারিবে না; যদ্যপি কেহ তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যাহার ক্ষতি হইবে, সেই ব্যক্তি রুদ্ধকারীর নিকট হইতে সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লইতে পারিবেক।

যে ব্যক্তি যে পরিমাণে বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত জল ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, সে কোন সময়ে তদ্ভিন্ন অধিক প্রাপ্ত হইবেক না।

যে সমস্ত জলাশয় সকল সময়ে জলপূর্ণ না থাকে, তাহাতে যে সময় জল থাকিবেক, সেই সময় সকলেই নিয়মমত গ্রহণ করিতে পারিবেক।

যাহারা স্রোতের জল [illegible]হার করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে তাহারা পরস্পরে কেহ কাহারো বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেক না।

---

### নৌকাদি পরিচালনের নিয়ম।

যে নদীতে নৌকা গমনাগমন করে, তাহাকেও প্রকাশ্য পথ বলা যাইতে পারে; যদ্যপি কাহারো ভূমির উপর দিয়া উক্ত নদীর স্রোত প্রবাহমান হয়, তাহা হইলে উহাও প্রকাশ্য পথ মধ্যে গণ্য হইবেক এবং তদ্দ্বারা নৌকাদি গমনাগমন করিতে পারিবেক; তাহাতে উক্ত ভূমির অধিকারী ব্যক্তি সেই স্রোতের গতিরোধ অথবা নৌকা গমনাগমনের নিষেধ করিতে পারিবেন না।

নদীপারাবারের নিমিত্ত নৌকা সকল যে দিক্ দিয়া চালিত হয়, তাহাও প্রকাশ্য পথ স্বরূপ; যদ্যপি কোন ব্যক্তি কোন নৌকা গমনাগমনের প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করে, তাহা হইলে উক্ত নৌকার অধিকারী তাহার নামে নালিশ করিতে পারিবে;

কিন্তু ইহা সপ্রমাণ করিতে হইবেক যে, ৩৫ বৎসর ঐ নৌকা সেই পথে গমনাগমন করিতেছে।

যদ্যপি সমুদ্রে বা তৎসংলগ্ন নদীতে কস্তূরার আবাদ থাকে এবং নৌকা অথবা জাহাজ গমনাগমনের জন্য তাহাতে অন্য কোন পথ থাকাতেও পোতবাহকেরা উক্ত কস্তূরাবাদের উপর দিয়া পোত সকল লইয়া যায়, তাহা হইলে নৌকাচালক তজ্জন্য দোষী হইবেক।

যদ্যপি কোন জাহাজ সমুদ্র-জলমগ্ন হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত তাহা উত্তোলন করা না হয়, সেই পর্য্যন্ত যে ব্যক্তির জাহাজ মগ্ন হইয়াছে এবং যাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে রক্ষিত আছে, এতদুভয়ে এরূপ সুবিধা করিবেন যাহাতে অন্য কোন পোতের গতিরোধ না হয়।

---

## খেয়া-নৌকার বিধি।

সাধারণে মূল্য প্রদান করিয়া নদী পার হইবে বলিয়াই খেয়া-নৌকা প্রস্তুত থাকে; যদ্যপি কোন ব্যক্তি পর পারে উত্তীর্ণ হইবার বিশেষ সুযোগ ব্যতিরেকে ঐ খেয়া নৌকা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত নাবিকের ক্ষতির নিমিত্ত অন্য প্রকার তরণীসহযোগে গমন করে, তাহা হইলে তজ্জন্য নাবিকের যাহা ক্ষতি হইবেক, ঐ ব্যক্তিকে সেই ক্ষতি পূরণ দিতে হইবেক।

কোন খেয়া-নৌকার নাবিক প্রাচীন কালাবধি যে ঘাটে কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ পারাবারাদি করিয়া আসিতেছে, সেই ঘাটের (৪০০) চারি শত গজ ভূমির মধ্যে অপর কেহ খেয়া-ঘাট প্রস্তুত করিয়া লোকদিগকে নদী পার করিতে পারিবেক না। কোন ব্যক্তি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বনাবিকের ক্ষতির নিমিত্ত তাহাকে দায়ী হইতে হইবে।

---

# অষ্টম অধ্যায়।

---

## অনিষ্টোৎপাদক বিবিধ প্রকার কার্য্যবিষয়ক নিয়ম।

ব্যবসায়, কর্ম্মালয়, কল, খাদ, পাইখানা ও পয়নালা প্রভৃতি দ্বারা প্রতিবাসীগণের কোন প্রকার কষ্ট হইলে; উহা যদ্যপি রাজ-নিয়ম ও ব্যবহারপ্রণালী বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে যাহা কর্ত্তৃক ঐ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবেক।

যে সকল বাটীতে প্রতিবাসীদিগের কোন কষ্টদায়ক কোন প্রকার কর্ম্মালয় থাকে, তাহা যদ্যপি অপর কেহ ক্রয় করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত কল বজায় রাখিতে পারিবেন না। যদিও পূর্ব্বসংস্থাপন-সম্বন্ধে তাহাতে প্রবৃত্ত হন, তবে রাজনিয়মকর্ত্তৃক দণ্ডভাগী হইবেন।

যদি কেহ ভূম্যাধিকারীর নিকট হইতে পাট্টা লইয়া ঐ ভূমিতে পাইখানা নির্ম্মাণ করে, এবং তাহার ব্যবহার দ্বারা প্রতিবাসী-দিগের কোন হানি হয়, তবে পুরাতন পাট্টার মেয়াদ গতে উহা রহিত করিতে হইবেক। নূতন পাট্টা দিবার সময় ভূম্যাধিকারী ঐ পাই-খানা রাখিতে দিলে এবং রাইয়ত ব্যবহার করিলে, ভূম্যাধিকারী ও ভূমিব্যবহারী উভয়েই তজ্জন্য দোষভাগী হইবে।

যদ্যপি নগরস্থ ব্যক্তিগণমধ্যে কেহ রজনীযোগে এমতরূপে গীত বাদ্য করে, যাহাতে প্রতিবাসীগণের নিদ্রাবিষয়ে ক্ষতি হইতে পারে, অথবা কর্ম্মকারদিগের কলের ধোঁয়া পল্লীস্থ ব্যক্তিদিগের আবাসগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়াদি উৎপাদন করে এবং উক্ত কলের শব্দ তাহাদের বিরক্তি জন্মায়, তাহা হইলে তাহা দোষাকর-কার্য্য মধ্যে পরিগণিত বটে; কিন্তু বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ঐরূপ প্রথা প্রচলিত থাকিলে, তাহা নিবারিত হইতে পারে না।

যদ্যপি কোন ভূম্যাধিকারী আপন অধিকারস্থ ভূমি এমত অন্যায়

রূপে ব্যবহার করেন যাহাতে প্রতিবাসীবর্গের কষ্ট ও অসুস্থতাদি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তজ্জন্য তিনি দণ্ডভাগী হইবেন।

নদীর জলে ময়লা ফেলিয়া জল দুর্গন্ধ বা অপরিষ্কৃত করা এবং কোন প্রকার বস্তু ফেলিয়া স্রোত বন্ধ করা দণ্ডনীয় কার্য্য।

বিংশতি বৎসরের অধিক কাল কোন স্থানে একটী কর্ম্মালয় স্থাপিত থাকিলে, যদ্যপি তাহা হইতে দুর্গন্ধবিশিষ্ট বাষ্পাদি নির্গত হইয়া প্রতিবাসীগণের কষ্টপ্রদ হয়, তাহা হইলে উহার কার্য্য রহিত হইবেক না।

কেহ কোন কার্য্যোপলক্ষে অথবা অন্য কোন কারণে আপন বাটীতে বহুতর লোককে নিমন্ত্রণ বা আহ্বান করিলে এবং উক্ত ব্যক্তিগণের গমনাগমনের দ্বারা পল্লীস্থ লোকব্যূহের কোনরূপ অনিষ্ট হইলে, আহ্বান বা নিমন্ত্রণকারী তদ্বিষয়ের দায়ী হইবেন।

কীট, পতঙ্গ এবং পক্ষ্যাদির বিনষ্ট জন্য অথবা স্বীয় আবাসস্থান রক্ষণার্থ বাটীর উপর যে সকল যন্ত্র রক্ষিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তি হত বা আহত হইলে যন্ত্রস্থাপয়িতা তজ্জন্য দায়ী হইয়া নিয়মিত দণ্ডভাগী হইবেন।

যদ্যপি কেহ আপন অধিকারস্থ ভূমিতে পশ্বাদির গমনাগমন নিবারণ জন্য কোন রূপ ফাঁদ পাতিয়া রাখেন এবং তদ্দ্বারা কোন পশু হত বা আহত হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ফাঁদ পাতিয়াছিলেন, উক্ত পশুর অধিকারী তাঁহাকে দোষী করিতে পারিবে না।

যদ্যপি কোন ব্যক্তি পশুহত্যার ফাঁদ পাতিয়া তাহাতে এমত দ্রব্য সকল রাখিয়া দেন, যদ্দর্শনে পশুরা ভক্ষণাশায় উক্ত ফাঁদে পড়িয়া বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে যাঁহার দ্বারা ফাঁদ পাতা হইয়াছিল, তাঁহাকেই ঐ পশুহত্যার দায়ী হইতে হইবেক।

কোন ব্যক্তি কূপ খনন করিয়া তাহার পার্শ্বচতুষ্টয় অনাচ্ছাদিত রাখিলে, যদ্যপি কোন মনুষ্য উক্ত কূপ মধ্যে অথবা তাহার

পার্শ্বে পড়িয়া হত বা আহত হয়, তাহা হইলে কুপের অধ্যক্ষ দোষী হইবেন; কিন্তু যদ্যপি ঐ কুপ প্রকাশ্য রাস্তা হইতে (২৫) পঞ্চ বিংশতি গজ অন্তর হয়, এবং কেহ অন্যায়রূপে তথায় গমন করণ জন্য উহাতে পতিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে কুপের অধিকারী দোষভাগী হইবেক না।

কোন ব্যক্তির ভাড়াটিয়াভূমিতে কোন প্রকার কলের বোমা থাকিলে এবং তদ্দারায় কেহ হত বা আহত হইলে, ঐ বোমা যাহার কর্তৃত্বাধীন থাকিবেক তাহাকেই দোষী মধ্যে পরিগণিত হইতে হইবেক।

কোন ব্যক্তি আপন বাটী অবধি অন্য কোন স্থান পর্যান্ত একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া যদ্যপি সাধারণকে গমনাগমন করিতে দেন, তাহা হইলে উক্ত রাস্তার যে যে স্থান মেরামত ব্যতিরেকে পথিকগণের অনিষ্টোৎপাদক হইয়া থাকে, তথায় তাঁহাকে এমতরূপে কোন চিহ্ন স্থাপন করিতে হইবেক, যদ্দারা পান্থেরা সেই স্থান দিয়া গমনাগমন করিতে না পারে; তাঁহার অমনোযোগীতাপ্রযুক্ত তদ্দারা কোন পথিক আঘাত প্রাপ্ত হইলে, তিনি তাহার দোষভাগী হইবেন।

ব্যবসায়ী বা অন্যান্য লোকেরা, মনুষ্য যাতায়াতের নিমিত্ত পথ ঘাট, ও সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া স্বাধীনে রাখিলে, তাঁহাদিগকেও উপরোক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক; কিন্তু অসদভিপ্রায়প্রযুক্ত কেহ উহাকর্ত্তৃক আঘাতী হইলে, কেহই দোষী মধ্যে গণ্য হইবেক না।

রাজা ৪র্থ উইলিয়মের ৫।৬ আক্টের বিধানানুসারে যে কোন ব্যক্তি কোন প্রকার কল স্থাপিত করিবার অভিলাষ করেন, তিনি প্রকাশ্য পথের ২৫ গজ অন্তরে উহা সংস্থাপিত করিতে পারিবেন এবং যে সকল আগ্নেয়-কল বায়ু সাহায্যে চালিত হইয়া থাকে, অশ্ব ও শকট ইত্যাদির গমনাগমনের ৫০ গজ অন্তরে তাহা রক্ষিত

হইবেক ; কিন্তু যদ্যপি ঐ প্রকার কল কোন বাটীর অভ্যন্তরে স্থাপিত থাকে, যদ্দ্বারা শকটবাহী বা অন্যান্য পশ্বাদিরা তদ্দৃষ্টে শঙ্কাযুক্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ কল ৫০ গজ ভূমির মধ্যে থাকিলেও দোষনীয় হইতে পারে না।

কোন প্রকার পাঁজা পোড়াইতে হইলেও প্রকাশ্য পথের ৫০ গজ ভূমির অন্তরে পোড়াইতে হইবেক ; কিন্তু উক্ত রূপ আচ্ছাদন দ্বারা অদৃশ্য থাকিলে ৫০ গজ ভূমির মধ্যেই হইতে পারিবেক।

যদ্যপি কেহ প্রকাশ্য পথের মধ্যস্থলে ক্রীড়া কৌতুকাদি করিতে থাকে, কিম্বা বাজী পোড়ায় অথবা তথা হইতে ৫০ ফিট ভূমির মধ্যে গুলিসংযুক্ত পিস্তল ইত্যাদির শব্দ দ্বারা পথিকগণের গতিরোধ করে, তাহা হইলে দণ্ডভাগী হইবেক।

কোন ব্যক্তির বাটী, পয়নালা ও পাইখানা হইতে ময়লা বা তাহার রস বহির্গত হইয়া গমনাগমনের বিঘ্নউৎপাদন করিলে উক্ত বাটী, পয়নালা ও পাইখানার অধিকারী দোষীমধ্যে গণ্য হইবেক।

যে সকল প্রকাশ্য পথে শকটাদির গমনাগমন হইয়া থাকে, তাহার ২৫ গজ ভূমির মধ্যে গর্ত্ত ইত্যাদি খনন করা নিষিদ্ধ কার্য্য।

কাহারো আপন বাটী মেরামত করাইবার আবশ্যক হইলে তিনি আপন অধীনস্থ অথবা অন্য কোন লোকদিগের সাহায্যে তাহা সমাধা করিয়া থাকেন। ভগ্নবাটী মেরামত বা ভারা বান্ধিবার সময়ে মৃত্তিকা কিম্বা অন্যান্য দ্রব্য সকল যদ্যপি প্রকাশ্য পথে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে ঐ বাটীর অধ্যক্ষ দোষভাগী ; কারণ সম্পূর্ণ ক্ষমতা সত্ত্বেও অধীনস্থ লোকদিগকে তিনি তদ্বিষয়ে নিবারণ করণবিষয়ে অমনোযোগী হইয়াছিলেন।

বাটীর কোন লোক রাস্তায় ময়লা ইত্যাদি ফেলিলে উক্ত বাটীর অধ্যক্ষই দোষী হইবেন, তাহাতে তাঁহার অনুমতি থাকুক, বা না থাকুক, তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি চলিবেক না।

ভৃত্যদিগের দ্বিবিধ অপরাধে প্রভুরা দণ্ডনীয় হইয়া থাকেন, প্রথমতঃ প্রভু যদ্যপি অন্যের অনিষ্ট সাধনার্থে ভৃত্যকে প্রবর্ত্ত করেন: দ্বিতীয়তঃ, যে কার্য্য সমাধা হইলে অন্য কাহারো ক্ষতি হইতে পারে তদ্বিষয়ে ভৃত্যকে আদেশ দেওয়া।

অনিষ্টজনককার্য্য জানিয়াও যদ্যপি কোন ব্যক্তি আপন ভৃত্যকে তাহাতে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তজ্জন্য সেই ভৃত্যের কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে, নিযুক্তকারী তাহার দোষভাগী হইবেন।

যদ্যপি রেইলওয়ে কোম্পানীরা আপন ভৃত্যদিগকে এমন কোন স্থানে বসাইয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করান, যাহাতে উহারা কোন রূপ বিপদে পতিত হয়, তাহা হইলে রেইলওয়ে কোম্পানীকে ঐ বিপদের মূলীভূত কারণ বলা যাইবেক।

অনিষ্টকারী জানিয়াও যদ্যপি কোন ভৃত্য আপন প্রভুর কোন রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং তদ্বিষয়ক সতর্কতায় অমনোযোগী থাকিয়া বিপদাপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার প্রভু দোষী হইবেন না।

যে সকল ভারা ইত্যাদি গৃহস্বামীর কর্ত্তৃত্বাধীনে না হইয়া অন্য কোন লোকের দ্বারায় প্রস্তুত হইয়া থাকে, যৎসামান্য বস্তু দ্বারা তাহা নির্ম্মিত হওয়াপ্রযুক্ত তদুপরি আরোহণকারী ব্যক্তি ভূপতিত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হইলে, গৃহস্বামীর পরিবর্ত্তে যাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে ঐ ভারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাকেই ঐ বিষয়ে অপরাধী হইতে হইবেক।

কোন ব্যক্তি অন্য কাহাকেও আহ্বান পূর্ব্বক আপন বাটীতে আনয়ন করিলে, যদ্যপি বাটী প্রবেশ জন্য আহূত ব্যক্তির কোন রূপ অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে আহ্বানকারী তাহার দোষভাগী হইবেন।

কোন ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে তাহার ভৃত্য বৃক্ষাদির ডাল কাটিবার সময়ে, বা রাজমজুরেরা ভারার উপর দ্রব্য উঠাইবার কালীন অথবা সূত্রধরদিগের কোন রূপ কার্য্য হইবার সময়ে, যদ্যপি কোন

মনুষ্য তাহার নিকট দিয়া গমন করে, তাহা হইলে উক্ত কর্ম্মকারকেরা গমনশীল মনুষ্যকে সতর্ক হইবার সংবাদ দিবেক, তদ্বিপরীতে কাহারো ক্ষতি হইলে আজ্ঞা প্রদানকারী তাহার দোষ ভোগী; কিন্তু যে স্থানে উক্ত সকল কর্ম্মনির্ব্বাহ জন্য কোন ব্যক্তিকে ঠুরান করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ ব্যক্তির অধীনস্থ লোকদিগের দ্বারা উহা সমাধা হওনকালীন অপর কাহারো অনিষ্টোৎপাদন হয়, তথায় যে ব্যক্তি কর্ম্ম ঠুরান করিয়া লইয়াছে, তাহাকে অনিষ্টের দায়ভাগী হইতে হইবেক।

কাহারো ভৃত্য আপন প্রভুর কোন কার্য্য সম্পাদনার্থ ঠিকা লোক নিযুক্ত করিলে ঐ ঠিকা লোকের কার্য্য দ্বারা অপর কাহারো ক্ষতিকর ব্যাপার উপস্থিত হইলে, প্রভু ও ঠিকা ভৃত্য উভয়েই তুল্য দোষনীয়, কেননা যখন যে ব্যক্তি যাহাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে অগ্রে তাহার যোগ্যতা বিবেচনা করা উচিত, সুতরাং উক্ত প্রভু তদ্বিষয়ে তাচ্ছল্য করণজন্য দোষভাগী হইবেন।

কোন ব্যক্তি আপন কার্য্য সুনির্ব্বাহ জন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে ভৃত্য নিযুক্ত করিলে, ঐ ভৃত্যের কার্য্য দ্বারা যদ্যপি অন্য কাহারো কোন রূপ ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য উক্ত প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই তুল্য রূপে দোষভাগী।

যদ্যপি কন্ট্র্যাক্ট অর্থাৎ কর্ম্ম চুক্তি করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কন্ট্র্যাক্টদারের অধীন কর্ম্মচারী লোকদিগের দ্বারা কাহারো ক্ষতি হইলে তাহাকেই দোষীমধ্যে গণনা করা যাইবেক, যে ব্যক্তি কন্ট্র্যাক্ট দিয়াছে তাহাকে দোষী হইতে হইবেক না।

কেহ আপন দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত মোট-বাহকের অধ্যক্ষকে ঠুরাণ করিয়া দিলে, তজ্জন্য ঐ বাহকাধ্যক্ষের লোকদিগের দ্বারা যে অন্যায় কার্য্য হইবেক, দ্রব্যাধিকারী তাহার দায়ী হইবেন, কারণ বাহকেরা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছে।

কৌচম্যান অর্থাৎ শকটপরিচালক, আপন প্রভুর অনুমতিক্রমে শকট চালনা করিলে তাহার অসাবধানতার তদ্দ্বারা যদ্যপি কাহারো ক্ষতি হয়, তাহা হইলে উক্ত শকটচালক ও তাহার প্রভু উভয়েই সমরূপে দণ্ডনীয় হইবে; কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা না লইয়া কৌচম্যান গাড়ি চালাইয়া কাহারো কোন প্রকার অপকার করিলে কেবল তাহাকে দোষভাগী হইতে হইবে।

অশ্বকে শিক্ষা দিবার সময়ে ঐ অশ্বের অবাধ্যতায় কাহারো অনিষ্ট হইলে, অশ্বাধিকারী তজ্জন্য দায়ী হইবেন।

শকট ইত্যাদির পরিচালন দ্বারা প্রকাশ্যপথের গমনাগমন রুদ্ধ অথবা অন্য কোন শকটের সম্মুখ দিয়া অনিয়মিতরূপে শকট চালাইয়া প্রথমোক্ত শকটের গতিরোধ করিলে দণ্ডভাগী হইতে হইবেক।

---

## পশুপালনের নিয়ম।

যদি কোন ব্যক্তি সিংহ, ব্যাঘ্র অথবা কোপনপ্রকৃতি কুকুর অশ্ব প্রভৃতি পশু সকলকে পালন করে এবং তৎসমস্ত কর্ত্তৃক কাহারো কোন রূপ ক্ষতিজনক কার্য্য হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রতিপালক তদ্বিষয়ে দণ্ডনীয়; কিন্তু কুকুর, অশ্ব ও মহিষ ইত্যাদি প্রতিপালন করিলে যদ্যপি হঠাৎ তাহাদের দ্বারা কাহারো ক্ষতি হয়, তাহা হইলে পালনকর্ত্তা দোষভাগী হইবেক না।

কেহ কোন প্রকার অবাধ্য পশু পালন করিয়া, পশুশালার সম্মুখে উহার দুরন্তস্বভাবজ্ঞাপক পত্র স্থাপিত করিলেও বিজ্ঞাপন পাঠাক্ষম অথবা ঐ প্রকার কোন মনুষ্য উক্ত পশুর স্বভাব না জানিয়া কোন প্রয়োজন বশতঃ সেই পশুপালকের বাটীতে গমন করিয়া যদ্যপি ঐ পশুকর্ত্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহা হইলে পশুপালক তজ্জন্য অপরাধি হইবেক।

কেহ বিশেষ অবগত থাকিয়াও আপন বাটীতে হিংস্র কুক্কুর প্রতিপালন করিলে, যদ্যপি ঐ কুক্কুরের দ্বারায় কাহারো অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে কুক্কুরপালনকারী তদ্বিষয়ে দণ্ডভাগী ; কিন্তু কেহ আপন বাটী রক্ষার নিমিত্ত কুক্কুর পালন করিয়া যথানিয়মে বেষ্টিত স্থানে তাহাকে ছাড়িয়া রাখিলে, অন্যায়প্রযুক্ত কোন মনুষ্য যদ্যপি তৎকর্ত্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহা হইলে পালনকর্ত্তা তদ্বিষয়ে দোষী হইবেক না।

নখী, শৃঙ্গী, বা দন্তী পশুদিগকে লোক গমনাগমনের পথে লইয়া গেলে, যদ্যপি ঐ প্রকার পশুরা কোন ব্যক্তির রঙ্গিনপরিচ্ছদ দৃষ্টে তাহার অনিষ্টোৎপাদন করে, তাহা হইলে পশুপালক সেই দোষে দোষী হইবেক।

কোন ব্যক্তি অনিষ্টাশঙ্কায় শৃঙ্গযুক্ত অথবা অন্য কোন রূপ হিংস্র জন্তুর প্রাণ বধ করিলে তিনি দণ্ডার্হ হইবেন ; কিন্তু বিনষ্ট-পশু কাহারো প্রাণনাশ করিয়াছে, উহা সপ্রমাণিত হইলে তদ্দোষ হইতে মুক্ত হইবে।

যদ্যপি কোন ব্যক্তির পশু তাঁহার বা তাঁহার ভৃত্যের অসাবধান-তায় হঠাৎ প্রকাশ্য পথে গিয়া দৈবাধীন কাহারো দ্বারা হত বা আহত হয়, তাহা হইলে পশুস্বামী হত্যাকারীকে দোষী করিতে পারিবেন না।

রেইলওয়ে বেষ্টনহীন থাকাতে যদ্যপি কাহারো কোন পশু হঠাৎ ঐ স্থানে গিয়া শকটের গমনাগমন দ্বারায় হত হয়, তাহা হইলে রেইলওয়ে কোম্পানী তজ্জন্য দায়ী হইবেন।

---

## নবম অধ্যায়।

---

অপরের ভূমি ব্যবহারার্থ পাট্টা গ্রহণ, কবুলিয়ত প্রদান, ও তৎসংক্রান্ত অপরাপর নিয়ম।

তিন বৎসরের অধিক কাল মেয়াদে ব্যবহারার্থ অন্যের ভূমি গ্রহণ করিতে হইলে, পাট্টা ব্যতিরেকে বিচারসিদ্ধ হইবেক না; কিন্তু যদ্যপি কোন ভূম্যাধিকারী কোন ব্যক্তিকে এক বৎসর ব্যবহারের মেয়াদ প্রদান করিয়া বাচনিকরূপে এরূপ অঙ্গীকার করেন যে, উক্ত মেয়াদ গতে পুনরায় এক বৎসরের মেয়াদ অর্পণ করিব, তাহা হইলে ঐরূপ ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর অতীত হইলে এবং সেই প্রজা উহাতে দখলীকার থাকিয়া নিয়মিত সময়ে খাজনা প্রদান করিলে, তাহা বিচারসিদ্ধ হইবেক।

কোন ভূমিতে বাচনিকরূপে তিন বৎসর বা ততোধিক কালের মেয়াদ প্রদত্ত হইলে, প্রজা যদ্যপি তাহার দখলীকার না থাকে, তাহা হইলে ভূম্যাধিকারী তজ্জন্য তাহার নামে নালিশ করিয়া দখলীকার করিতে পারিবেন না।

যে ভূমি পরিত্যাগকরণের কাল নিরূপিত না থাকে, দেশ ব্যবহারানুসারে তাহার সময় নির্দ্ধারিত হইবেক।

যে স্থলে পাট্টা ও কবুলিয়তে কেবল যাবজ্জীবনের স্বত্ব লিখিত থাকে এবং পাট্টা প্রদাতা বা গ্রহীতা এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির যাবজ্জীবন তাহা সুস্পষ্ট রূপে বোধগম্য না হয়, সে স্থলে কাহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাহা সপ্রমাণিত করিতে হইবেক।

যদ্যপি দেশ ব্যবহারের বিপরীতমতে কোন পাট্টা লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্যবহারবিরুদ্ধ বলিয়া লিখিত স্বত্ব অন্যথা হইবেক না।

মেয়াদিবন্দোবস্ত হইয়া কোন পাট্টাতে যদ্যপি এমন স্বত্ব নিরূপিত থাকে যে, ঐ মেয়াদস্বত্বে পুনরায় যত দিনের মেয়াদ উভয়ের মনোনীত হইবেক তাহাই বন্দোবস্ত করা যাইবেক, তাহা হইলে সে প্রকার বন্দোবস্ত অসিদ্ধ হইবেক।

ভূম্যাধিকারীর কর্ম্মচারীগণ পাট্টা গ্রহণ করিতে পারিবেক; কিন্তু যদ্যপি রীতিমত পাট্টা না লইয়া থাকে এবং কোনরূপ ছলনা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সেই পাট্টা অসিদ্ধ হইবেক।

যাহারা কোন গুরুতর বিষয়ে অপরাধী হইয়া থাকে, তাহাদিগকে "ফেলন" কহে, কেহ উক্ত রূপে অপরাধী হইবার পূর্ব্বে যদ্যপি কোন ভূম্যাধিকারীর নিকট পাট্টা পাইবার জন্য আশ্বাসিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তৎপরে ঐ ভূম্যাধিকারী তাহাকে আপন ভূমির পাট্টা দিবেন না।

জমীবন্দোবস্তের বায়না-পত্রে যদি এরূপ লিখিত থাকে যে, পাট্টা ও কবুলিয়তে রীতিমত স্বত্ব লিখিত হইবেক, তাহা হইলে উল্লিখিত দস্তাবেজাতে যথাযথ স্বত্ব লিখিত হইবেক।

রাইয়তের সহিত ভূম্যাধিকারীর যে রূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে, ভূম্যাধিকারী তাহা প্রতিপালন না করাতে রাইয়তও যদ্যপি আপন স্বত্বের নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহা হইলে অধিকারী ও ব্যবহারীর মধ্যে কেহ কাহারো প্রতি তজ্জন্য অভিযোগ করিতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তি এক বৎসরের মেয়াদে যদ্যপি কোন ভূমির পাট্টা লইয়া থাকে এবং ভূম্যাধিকারীর সহিত এরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, ইচ্ছাধীনে ঐ রাইয়ত উক্ত ভূমি ক্রয় করিতে পারিবেক, তাহা হইলে ভূম্যাধিকারী পূর্ব্বোক্ত মেয়াদ গতে রাইয়তকে স্থানত্যাগ করাইতে পারিবেন না; কিন্তু তজ্জন্য অধিকারীকর্ত্তৃক মোকদ্দমা হইলে নিষ্পত্তির শেষ পর্য্যন্ত রাইয়ত যত দিন ঐ ভূমির ব্যবহারী থাকিবেক, স্বত্বানুযায়ী তত দিনের খাজনা দিতে হইবেক।

কোন ভূম্যাধিকারী পাট্টার মেয়াদ মধ্যে রাইয়তকে স্থানচ্যুত

করিলে, বিচার দ্বারা ঐ রাইয়ত যদ্যপি পুনরায় সেই ভূমির ব্যবহারী হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত দখলের মধ্যে ভূম্যাধিকারী ঐ ভূমি হইতে যাহা কিছু উপস্বত্ব লাভ করিয়াছেন, রাইয়তের নিকট তৎসমস্তের হিসাব দিবেন। যদ্যপি উক্ত সময়ে ঐ ভূমি বন্দোবস্ত করণে বা খাজনা আদায়ের প্রতি তাঁহার অমনোযোগীতা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই সময়মধ্যে ভূমি ব্যবহারকারীদিগের যেরূপ খাজনা দেওয়া উচিত, ভূম্যাধিকারী তাহা প্রদান করিবেন।

ভূমিবন্দোবস্তের পূর্ব্বে যদ্যপি এমত অঙ্গীকার থাকে যে, জমীদারের অভিমতানুসারে রাইয়ত পাট্টা প্রাপ্ত হইবেক, তাহা হইলে সেই প্রদত্ত পাট্টার নিয়ম গ্রাহ্য হইবেক না।

এক বা ততোধিক ব্যক্তি কোন একটী ভূমির অধিকারী হইয়া যদ্যপি তাহারা ঐ ভূমি বন্দোবস্ত জন্য অন্য ব্যক্তিকে মোক্তার অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বে নিয়োজিত করে, তাহা হইলে ঐ নিয়োজিত ব্যক্তি যদি আপন অধীনস্থ লোকদিগকে অল্প খাজনায় উক্ত ভূমির পাট্টা দেয় ও পাট্টা প্রদান করণ জন্য যে সকল বিষয় লেখা অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা লিখিত না হইয়া থাকে, তাঁহা হইলে সেই পাট্টা গ্রাহ্য হইবেক না॥

রাইয়ত ও ভূম্যাধিকারীর অভিপ্রায়প্রকাশক পাট্টা এবং কবুলিয়তে পূর্ব্বভাবের বিপরীত যদ্যপি অন্য কোন রূপ ভাব ব্যক্ত হইয়া তদ্বিপরীতার্থ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে যেরূপ অর্থ পূর্ব্বাভিপ্রায়ের অনুকূল, তাহাই গ্রাহ্য হইবেক।

যদ্যপি ভ্রম বা তঞ্চকতাপ্রযুক্ত দস্তাবেজে কোন একটী বিশেষ কথা লিখিত না হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য তাহার প্রকৃত অর্থের ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উক্ত কথাটী সংযোজিত হইলে যে প্রকার অর্থ উপলব্ধি হইতে পারে, তাহাই গ্রহণীয়।

দস্তাবেজের শেষোক্ত দফার লিখিতানুসারে পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত হকিয়ত বিনষ্ট হইবেক না, তদুল্লিখিত সমুদায় অংশ সংমিলন করিয়া যে প্রকার হকিয়ত বজায় থাকিবেক, তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবেক।

পাট্টা বা কবুলিয়ত অপহৃত হওনের পর যদ্যপি তৎসংক্রান্ত কোন রূপ বিচার উপস্থিত হয়; তাহা হইলে যে কোন প্রকারে ঐ অপহৃত পাট্টা কিম্বা কবুলিয়তের স্বত্ব সপ্রমাণিত করিতে হইবেক, নতুবা তাহা বিচারযোগ্য হইবেক না।

তঞ্চকতা অথবা আইন বিরুদ্ধ সপ্রমাণিত করা আবশ্যক হইলে, দস্তাবেজলিখিত যে সকল কথা প্রচলিত অর্থের পরিবর্ত্তে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইবেক।

পাট্টা ও কবুলিয়ত দ্বারা যে সকল স্বত্ব নিরূপিত থাকে, তাহার প্রকৃত মর্ম্মে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, যে যে কারণ দ্বারা বাচনিক প্রমাণ প্রামাণ্য করা যাইতে পারে, তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা;—

যে সকল স্থলে দস্তাবেজের লিখন অতি সুস্পষ্ট; কিন্তু অন্য কোন কারণবশতঃ কোনমতেই তাহার যথার্থ অর্থ বোধ গম্য হয় না।

যে স্থলে দস্তাবেজের লিখনপ্রণালী অস্পষ্ট এবং প্রচলিতমতে অর্থ উপলব্ধি হয় না।

যে স্থলে যে বস্তু জমা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে কোন রূপ বাক্বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে।

দস্তাবেজলিখিত মর্ম্মের ভিন্ন প্রকার প্রমাণ দর্শাইলে যদ্যপি তাহা লিখিতনিয়মের বিপরীত না হয়।

দস্তাবেজে কোন প্রকার বস্তু অর্পণ করিবার সময়নির্দ্ধারিত থাকিলে যদ্যপি তাহা যথাসময়ে প্রদত্ত না হইয়া অন্য এক সময়ে প্রদান করা যায়।

দস্তাবেজে লিখিত নাই, অথচ তদ্বিপরীতমর্ম্ম নহে, এমন স্থলে দেশব্যবহার ব্যবহৃত হইলে।

যদি কোন থলীর অধিকারী ব্যক্তি অন্য কাহাকেও ঐ থলীর

পাট্টা প্রদান করেন এবং উক্ত পাট্টাতে এরূপ লিখিত থাকে যে, খনীস্থ বস্তুর উত্তোলন সমাপ্ত হইলেই পাট্টা রহিত হইবেক, তাহা হইলে খননকালমধ্যে যদি উহার অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া যায় যে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে গ্রহীতার অধিক অর্থ ব্যয় ও অন্যান্য অনেক প্রকার ক্ষতি হইতে পারে, তাহা হইলেও অধিকারীর খাজনা রহিত হইবেক না।

কবুলিয়ত হারাইয়া ভূম্যাধিকারী যদ্যপি রাইয়তের নিকট তাহার প্রতিরূপ লইতে ইচ্ছা করেন এবং রাইয়ত তাহাতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য বিচারালয়ে অভিযোগ করিয়া উহা প্রাপ্তি জন্য অনুমতি গ্রহণ করিতে যে অর্থ ব্যয় হইবেক রাইয়ত তাহার দায়ী হইবে।

যদ্যপি কতিপয় ব্যক্তি কোন ভূমির অধিকারী থাকেন এবং উঁহা-দিগের মধ্যে কেহ আপন অংশের ভূমি কাহাকেও ইজারা দেন, তাহা হইলে ঐ ভূমি বিভাগ করণ জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ইজারাদারকে আসামী হইতে হইবেক। আসামী হওন জন্য তাহার যাহা ব্যয় হইবে, ভূমির অধিকারী তাহা প্রদান করিবেন।

পাট্টার নিরূপিত নিয়মের বিপরীত কার্য্য করিলে, জীবিতাব-স্থার শেষ পর্য্যন্ত যে রাইয়ত পাট্টা গ্রহণ করিয়াছে তাহার মৃত্যু হইলে, (কিন্তু ভূম্যাধিকারী মৃত্যুতে পাট্টা রহিত হইবেক না) মেয়াদ অর্থাৎ নির্দ্ধারিত সময়ের শেষে ভূমি পরিত্যাগ করিবার বিজ্ঞাপন প্রদান করিলে, অধিকারীকর্ত্তৃক ভূমি দখল হওন জন্য অন্য নিয়-মের সহিত নূতন নিয়ম সংযোজিত হওয়াপ্রযুক্ত এবং রাইয়ত আপন ইচ্ছায় ভূমি পরিত্যাগ করিলে পাট্টা রহিত হইয়া থাকে।

মেয়াদ গত হইলে স্থান পরিত্যাগ জন্য প্রজাকে বিজ্ঞাপনপত্র প্রদান করিবার আবশ্যক নাই; কেননা পাট্টার নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলেই অধিকারীর ভূমি স্বাধীন হইবেক; কিন্তু মেয়াদ গত হইলেও যদ্যপি রাইয়ত স্থান পরিত্যাগ না করে এবং ভূম্যাধিকারী

তজ্জন্য খাজনা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তৎপরে সেই রাইয়তকে উঠাইয়া দিবার অভিলাষ করিলে বিজ্ঞাপনপত্র প্রদান করিতে হইবেক।

রাইয়তের সম্মতি ব্যতিরেকে ভূম্যাধিকারী তাহার পাট্টাই ভূমিতে প্রবেশ করিয়া যদ্যপি এমন কোন কার্য্য করেন যদ্দ্বারা ঐ রাইয়তের কোন রূপ ক্ষতি হইতে পারে, তাহা হইলে ভূম্যাধিকারীকে সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবেক।

ভূমি ব্যবহারকারী যদ্যপি অধিকারীর স্বামিত্ব বিলোপিত করতঃ অন্য কোন ব্যক্তিকে অধিকারী স্বীকার করে, তাহা হইলে প্রকৃত অধিকারী যে দিন ঐ সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন, সেই দিন অবধি নালিশ করণের নির্ণীত সময় গণ্য হইবেক।

কেহ এক বৎসর মেয়াদে পাট্টা গ্রহণ করিলে, ভূম্যাধিকারী যদ্যপি তাহাকে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলে মেয়াদের অর্দ্ধভাগ অবশিষ্ট সময়ে তজ্জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হইবেক।

দেশব্যবহারের অধীন না হইয়া সপ্তাহ বা এক মাস মেয়াদে কোন ভূমি ভাড়া দিলে, তাহাকে উঠাইবার জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হইবেক না।

পাট্টার নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত অধিকারীর প্রতিরূপ হইয়া রাইয়ত ভূমি ব্যবহার করিবে, তাহাতে তৎপ্রতি কেহ কোন প্রকার উপদ্রব করিলে ঐ ব্যক্তি তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহার প্রতিকারে সত্বরিত হইতে পারিবেক এবং ব্যবহারসময়ে কাহারো দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে পাট্টার মেয়াদ গতেও তাহার নিকট হইতে সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

রাইয়তকে বিজ্ঞাপনী প্রদান না করিয়াও ভূম্যাধিকারী যে যে অবস্থায় ভূমি দখল করিতে পারেন তদ্বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা;—

কোন ব্যক্তি পতিত ভূমি দৃষ্টে উক্ত ভূমির অধিকারীর নিকট

হইতে কোন রূপ পাট্টা না লইয়া তাঁহার অগোচরে তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলে, কেহ জীবদ্দশা পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে আপন ভূমি ব্যবহার করিতে দিলে পর তাঁহার পরলোকান্তে ঐ ভূমি তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের অধীন হইলে, ভূম্যাধিকারীদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় রাইয়ত তদ্বিষয়ে তাচ্ছল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাতে বিরত হইলে অথবা ভূম্যাধিকারীকে কোন বিষয়ে অবজ্ঞা করিলে, কোন প্রজা কৌশল কিম্বা বল দ্বারা অথবা কুচক্রী লোকদিগের কুমন্ত্রণায় ভূম্যাধিকারীর কর্ত্তৃত্ব নষ্ট করিবার অভিপ্রায় না করিয়াও অন্য কোন ব্যক্তিকে ভূমির খাজনা প্রদান করিলে।

কোন ব্যক্তি অধিকারীর নিকট হইতে ভূমি বা অন্য কোন স্থাবর বস্তুর পাট্টা লইলে, তাহা যদ্যপি অপর কাহারো দ্বারায় অপচয় হয়, তাহা হইলে তৎসমস্তের অধিকারী ব্যক্তি পাট্টা গ্রহীতাকে তজ্জন্য দায়ী করিবেন এবং পাট্টা গ্রহীতা অপচয়কারীর নিকট হইতে ক্ষতি পূরণ করিয়া লইতে পারিবেক।

অধিকারীদিগের এমন ক্ষমতা আছে যে, মেয়াদ অতীত না হইলেও তাঁহারা আপন রাইয়তিভূমিসংক্রান্ত কোন বস্তু অপচয় হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করেন ; কিন্তু যদ্যপি কোন প্রজা তাহাতে প্রতিপক্ষ হয়, তাহা হইলে ঐ প্রতিপক্ষ ব্যক্তি তজ্জন্য বিচারালয়ে দণ্ডভাগী হইবেক।

রাইয়ত আপন ব্যবহৃতভূমি মেরামত না করিলে তাহা যদ্যপি অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তাহা হইলে রাইয়ত সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেক।

---

## পেটাও-রাইয়তের বিবরণ।

কেহ কোন ভূমির পাট্টা গ্রহণ করিয়া ঐ গ্রহণীয়পাট্টার ভূমি যদ্যপি অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যবহার করণজন্য প্রদান করে এবং

শেষোক্ত ব্যক্তি পাট্টা গ্রহীতার নিকট হইতে সেই ভূমির পাট্টা গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পেটাও-রাইয়ত বলা যায় এবং সেই পাট্টাকে-সিকমি পাট্টা কহে।

যদ্যপি কোন ব্যক্তি পাট্টা গ্রহণকালে প্রচলিত ব্যবহারের অতিরেক কোন নিয়মে আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং ঐ ব্যক্তির পেটাও রাইয়তের দস্তাবেজে উক্ত বিষয় উল্লিখিত না হয়, তাহা হইলে পেটাও রাইয়ত সেই অতিরিক্ত নিয়ম প্রতিপালন করিবেক না।

কেহ পাট্টা লইয়া সিকমি বন্দোবস্ত করণানন্তর কোনরূপ কুমন্ত্রণা দ্বারা ঐ পাট্টা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন পাট্টা গ্রহণ করিলে, পেটাও রাইয়তের পূর্ব্ববন্দোবস্ত রহিত হইবেক না।

---

## পাট্টার স্বত্ব বিক্রয় ও বন্ধক রাখা এবং তদ্বিষয়ক অপরাপর নিয়ম।

কেহ কোন ব্যক্তিকে আপন পাট্টার স্বত্ব বিক্রয় করিয়া বিক্রেতাকে তাহার নিয়ম রক্ষার জন্য লিখিয়া দিলে, পাট্টায় যদ্যপি এরূপ স্বত্ব লিখিত থাকে যে, নির্দ্ধারিতসময় গতে পুনরায় মেয়াদ প্রাপ্ত হইবেক তাহা হইলে উক্ত ক্রেতা তাহাতে বঞ্চিৎ হইবেক না।

গ্রহণীয়পাট্টার স্বত্ব বিক্রয় করিলে পাট্টা রহিত হইবেক, এরূপ লিখিত থাকিলেও পাট্টা বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিতে পারা যায়।

যাহার নিকট যে ভূমির পাট্টা বন্ধক থাকে, সেই ব্যক্তি যত দিন পর্য্যন্ত বিচারালয়কর্ত্তৃক ঐ ভূমির অধিকারীরূপে গণ্য না হইবে, তত দিন তাহাতে কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিবেক না।

যদি কোন ব্যক্তি আপন ভূমির পাট্টা এক ব্যক্তির নিকট বন্ধক রাখিয়া তৎপরে তাহাকে তাহা ইজারা দেয়, তাহা হইলে ঐ

ইজারা অসিদ্ধ হইবেক। যাহার নিকট বন্ধক থাকিবেক সেই ব্যক্তি যদ্যপি আপন অর্থ প্রদানে শৈথিল্য করিয়া কোন রূপ বন্দোবস্ত করে, তাহাও যুক্তি যুক্ত হইবেক না।

যদ্যপি কোন ব্যক্তি কৌশল পূর্ব্বক কোন ভূমির পাট্টা লইয়া অপর কাহাকেও বিক্রয় করে, এবং ক্রেতা তদ্বিবরণ বিশেষ অবগত থাকিয়াও তাহাতে বিমুখ না হয়, তাহা হইলে ছলনা প্রকাশ হইয়া ঐ পাট্টার স্বত্ব লোপ হইলে ক্রয়কারী কোন আপত্তি করিতে পারিবেক না।

কোন রাইয়ত অন্য কাহাকেও আপন গ্রহণীয়পাট্টার স্বত্ব বিক্রয় করিলেও ভূম্যাধিকারীর নিকট তাহাকে ঐ বিষয়ের দায়ী থাকিতে হইবেক, ভূম্যাধিকারী যদ্যপি ক্রয়কারীকে পূর্ব্ব রাইয়তের অনুরূপ জ্ঞান করেন, তাহা হইলেও ক্রেতা কর্ত্তৃক পাট্টার নিয়মানুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ না হইলে, বিক্রেতা তদ্দোষে দোষী হইবেক, পাট্টাঘটিত কার্য্য সমস্ত সমাধা জন্য ক্রয়কারী ভূম্যাধিকারী ও প্রজা উভয়ের নিকট তুল্যরূপে দায়ী থাকিবেক। পাট্টা ক্রয় করণের পূর্ব্বে ভূমি সংক্রান্ত যে সকল অনিয়মিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, ক্রেতা তজ্জন্য দোষভাগী মধ্যে পরিগণিত হইবেক না, ভূম্যাধিকারী পূর্ব্ব প্রজার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, পাট্টাক্রয়কারী নূতন প্রজার সহিতও তদনুরূপ ব্যবহার করিবেন।

যদ্যপি কোন ব্যক্তি আপন ব্যবহৃত রাইয়তিভূমি অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেয় এবং তাহাতে এমন নিরূপিত থাকে যে, উক্ত ব্যবহারকারী ভূম্যাধিকারীর নিকট হইতে যেরূপ স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, শেষোক্ত ব্যক্তির সহিত তাহা বন্দোবস্ত করিবেক, তাহা হইলে প্রথমোক্ত রাইয়ত তদন্যথাচরণ করিতে পারিবেক না।

## পাট্টাই ভূমির খাজনা প্রদানের ব্যবস্থা।

যদ্যপি খাজানা প্রদান করিবার দিন অবধারিত থাকে, তাহা হইলে সেই নির্দ্ধারিত দিবসের রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তাহা অর্পণ করিলে অনিয়মিত কার্য্য হইবেক না; কিন্তু যেখানে এরূপ নিয়ম আছে যে, নির্দ্ধারিত দিবসে খাজনা প্রদান না করিলে পাট্টার স্বত্ব ধ্বংশ হইবে, তথায় এরূপ সময়ে খাজনা দিতে হইবেক যে, সন্ধ্যার মধ্যে খাজনার টাকা হিসাব করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এক বৎসরের অধিককাল মেয়াদে ভূমি বন্দোবস্ত থাকিলে, নির্দ্ধারিত দিবসে খাজনা দিতে হইবেক। রাইয়ত যদ্যপি বাকি খাজনার নিমিত্ত ভূম্যাধিকারীকে খত বা হুণ্ডী লিখিয়া দেয়, তাহা হইলে বাকি খাজনা আদায় করণ জন্য রাইয়তের তৈজস পত্র ক্রোক করিবার ভূম্যাধিকারীদিগের যে ক্ষমতা আছে, তাহা বলবৎ হইবেক, যত দিন পর্য্যন্ত সেই টাকা আদায় না হয়, তত দিনের সুদ বন্দোবস্ত থাকিলেও ঐ টাকার জন্য রাইয়তের দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারে; কিন্তু রাইয়ত উল্লিখিত টাকা পরিশোধ করিলে ভূম্যাধিকারীর ক্রোক করিবার ক্ষমতা রহিত হইবেক।

বাকি খাজনা অর্পণ করিবার বিষয়ে যে দস্তাবেজ লিখিত হয়, তাহাতে যদ্যপি এরূপ লিখিত থাকে যে, উহার নিমিত্ত রাইয়তের দ্রব্যাদি ক্রোক হইবেক না, তাহা হইলে ভূম্যাধিকারী ক্রোক করণের ক্ষমতায় বঞ্চিত হইবেন।

ভূম্যাধিকারীরা রাজকর প্রদান না করাতে রাইয়ত যদ্যপি তাহা আপন স্থান হইতে অর্পণ করে এবং উক্ত বিষয়ে কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত না থাকে, তাহা হইলে রাইয়ত আপন অর্পিত টাকা গত বা বর্ত্তমান বৎসরের খাজনা হইতে কর্ত্তন করিয়া লইতে পারিবেক; কিন্তু তজ্জন্য আগত বৎসরের দেয় খাজনা বন্ধ করিতে পারিবেক না।

ভূম্যাধিকারিদিগের দেয় রাজস্ব আপন বাৎসরিক খাজনার অধিক হইলেও রাইয়ত যদ্যপি তৎসমস্ত প্রদান করে, তাহা হইলে খাজনার টাকা হইতে সেই টাকা লইতে পারিবেক না।

রাজকর অর্পণ করিবার পরে রাইয়ত যদ্যপি আপন টাকা না লইয়া ভূম্যাধিকারীকে সমস্ত খাজনা প্রদান করে, তাহা হইলে অন্য সময়ে খাজনা হইতে তাহা কর্ত্তন করিয়া লইতে পারিবে না।

রাজকর প্রদানের দিবসাবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত খাজনা হইতে ঐ টাকা গ্রহণ না করিয়াও নালিশ দ্বারা লইতে পারিবেক; কিন্তু দুই বৎসর অতীত হইলে, তাহা আর প্রাপ্ত হইবেক না।

প্রপারটী-টাক্স নামক রাজস্ব, যাহা সঞ্চিতবিভবের উপার্জ্জন হইতে প্রত্যেক ১০ দশ টাকায় ৶১০ আনা করিয়া প্রদান করিতে হয়, ভূম্যাধিকারীর দেয় এইরূপ কর রাইয়ত আপন খাজনা হইতে অর্পণ করিলে, ভূম্যাধিকারী যদ্যপি তাহাতে অসম্মত হন, তাহা হইলে বিচার দ্বারা তাঁহার ৫০০ পাঁচ শত টাকা দণ্ড হইবে।

অধিকারীর মৃত্যু হইলে অপরাপর লোকেরা কর্ত্তৃত্ব দর্শাইয়া ঐ ভূমিব্যবহারীর নিকট খাজনা যাচ্ঞা করিলে, উক্ত রাইয়ত বিচারালয়ে ইন্টারপ্লিডর্ নামক অভিযোগ দ্বারা গ্রহণীয় ব্যক্তি নির্ণীত করিবে।

কবুলিয়তের লিখিতানুসারে পাট্টাগ্রহীতা খাজনা প্রদানের দায়ী থাকিয়া, অন্যান্য লোকদিগকে সিকমি-পাট্টা প্রদান করিয়া অধিকারীকে ভূমির খাজনা না দিলে, পাট্টা রহিত হইবেক। যদ্যপি কোন পেটাওরাইয়ত ঐ পাট্টা রক্ষা করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি উক্ত পাট্টার সমুদায় খাজনা অধিকারীকে অর্পণ করিয়া তাহার সমকক্ষ অপরাপর রাইয়তদিগের নিকট হইতে উহার অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেক।

যদ্যপি এক ব্যক্তি আপন নামে পাট্টা লইয়া এরূপ ব্যক্ত করে যে, উহা অন্যের লভ্যের জন্য গ্রহণ করা যাইতেছে, এবং যাহার জন্য পাট্টা লইয়াছিল, সেই ব্যক্তি তৎপরে দখলীকার থাকে,

তাহা হইলে ব্যবহারসময়ের খাজনার নিমিত্ত পাট্টাগ্রহীতা দায়ী হইবেক না।

রাইয়ত আপন ব্যবহৃত ভূমির পাট্টা কাহারো নিকট বন্ধক রাখিবার পর ভূম্যাধিকারীর খাজনা না দিলে, অধিকারী যদ্যপি বন্ধক দিবার বিষয় অবগত থাকিয়া ঐ রাইয়তকে বেদখল করণের নালিশ করেন, তাহা হইলে যাহার নিকট পাট্টা বন্ধক আছে, ঐ সমস্ত বিবরণ তাহাকে অবগত করিতে হইবেক।

যদ্যপি দুই কিম্বা ততোধিক ব্যক্তিরা একত্রিত হইয়া কোন ভূমির পাট্টা গ্রহণ করে, তাহা হইলে পাট্টার নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলেও যে ব্যক্তি ঐ ভূমিতে দখলীকার থাকিবেক তাহাকেই খাজনার দায়ী হইতে হইবেক।

---

পাট্টা কিম্বা এগ্রিমেন্টের মেয়াদ অতীত হইলে ভূমি বা বাটী ব্যবহারী ব্যক্তি যে সকল দ্রব্য স্থানান্তরিত করিতে পারে এবং যাহা যাহা অধিকারীর অধিকারভুক্ত হয়, তদ্বিষয়ক নিয়ম।

যদি কোন প্রজা বা ভাড়াটিয়া অধিকারীর নিকট কোন বাটী বা ভূমি ভাড়া লইয়া ঐ বাটী বা ভূমির সংলগ্নস্থানে ধনাগমের কোন রূপ উপায় উদ্ভাবন করে, তাহা হইলে মেয়াদ অর্থাৎ নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলে, যখন সেই প্রজা তথা হইতে স্থানান্তরিত হইতে ইচ্ছুক হইবে, তখন ঐ সকল কল বা অন্যান্য বস্তু স্থানান্তরে লইতে পারিবে; কিন্তু ঐ সমস্ত বস্তু স্থানান্তরিত করণকালে বাটী বা ভূমির কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিলে, উক্ত রাইয়তকে তাহা হইতে নিরস্ত হইতে হইবে।

বিক্টোরিয়া মহারাণীর ১৪ এবং ১৫ আইনের দ্বারা ইহা নির্দ্ধা-

রিত হইয়াছে যে, যদ্যপি কোন প্রজা ভূম্যাধিকারীর নিকট হইতে ভূমির পাট্টা লইবার সময় এরূপে নিয়মবদ্ধ হয় যে, ব্যবসায় বা চাসের উন্নতির নিমিত্ত ঐ রাইয়তি জমীতে কোন ইমারত অথবা কল ইত্যাদি প্রস্তুত করিবে; তাহা হইলে মেয়াদ বা নির্দ্ধারিত সময় গতে সেই প্রজা আপন স্থাপিত কল ও অন্যান্য বস্তু সমূহ স্থানান্তরিত করিতে পারিবে; কিন্তু তজ্জন্য ভূমির কোন ক্ষতি হইলে প্রজা সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেক। নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলে রাইয়ত যদ্যপি আপন দ্রব্যসমূহ স্থানান্তরিত করিবার বাসনা করে, তাহা হইলে এক মাস পূর্ব্বে ভূমির অধ্যক্ষকে তদ্বিষয় অবগত করাইবে; কেননা, তিনি ঐ কল বা বস্তু সকল মূল্য দ্বারা আপন অধীনে রাখিতে ইচ্ছা করিলে প্রাপ্ত হইবেন। যদি মূল্যের ন্যূনাধিক্য হয়, তবে উভয় পক্ষীয় এক এক জন মধ্যস্থ থাকিয়া তদ্বিষয় নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন।

যদ্যপি কোন প্রজা আপন প্রয়োজনীয় কোন প্রকার বস্তু নির্ম্মাণ জন্য ভূম্যাধিকারীর সাহায্য গ্রহণ করে, অর্থাৎ কল বা অন্যবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা ব্যয়সাধ্য বিবেচনা করিয়া, ভূম্যাধিকারীর নিকট হইতে কোন কোন উপকরণ গ্রহন করিয়া অবশিষ্ট আপন ব্যয়ে নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে ভূম্যাধিকারী উক্ত বস্তুর স্বত্বাধিকারী হইবেন।

কোন ব্যক্তি বাটী ভাড়া লইয়া ঐ বাটীর শোভাসম্পাদনার্থ তাহাতে পশ্চাল্লিখিত বস্তু সকল সংযুক্ত করিলে নির্দ্ধারিত সময় গতে যখন সেই ব্যক্তি উক্ত বাটী পরিত্যাগ করিবে, তখন এই সমস্ত বস্তু লইয়া যাইতে পারিবেক। যথা;—

শোভাজনক কার্ণিস, ধূম নির্গমস্তম্ভের গাত্রের গ্লাস, গৃহ উত্তাপিত করিবার উনানী ও বুটাদার বা চিত্রিত বস্ত্রের ঝালোর ইত্যাদি।

ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত বস্তু জমীতে সংযুক্ত করা যায়, তন্মধ্যে যাহা যাহা স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা;—

সাবান প্রস্তুত করিবার পাত্র, তুন্দুর বা হাপোর, চর্ব্বি প্রস্তুত করণের কুণ্ড, অর্থাৎ হৌজ, চোয়াইবার নিমিত্ত অথবা অন্য কোন বস্তু নির্ম্মাণের তাম্র পাত্র, রঙ্গ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত চোয়ান পাত্র অর্থাৎ যন্ত্র, সরাপ চোয়াইবার যন্ত্র, রুটী ইত্যাদি প্রস্তুত করণের যন্ত্র, বাষ্পীয়যন্ত্র, লবণ জ্বাল দিবার পাত্র, চৌবাচ্চা এবং অন্যান্য বাসন যাহা ব্যবসার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যন্ত্রাচ্ছাদিত চাঁদনিও লইয়া যাইবার বিধি আছে, কিন্তু উক্ত চাঁদনি ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত হইলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবেক।

কাষ্ঠ বা চেটাই-নির্ম্মিত ধান্যের গোলা সকল মৃত্তিকা খনন করিয়া নির্ম্মিত হইলে, দেশপ্রচলিত নিয়ম থাকিলে তাহা স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ রূপ গোলা মৃত্তিকার উপরিভাগে নির্ম্মিত থাকিলে উল্লিখিত নিয়ম থাকুক বা না থাকুক, অবাধে স্থানান্তরে লইতে পারা যায়।

বাটীর অধ্যক্ষের নিকট যদ্যপি ভাড়াটিয়া এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ থাকে যে, ব্যবসায় বা বাটীর শোভা সম্পাদনসংক্রান্ত দ্রব্য সামগ্রী স্থানান্তরিত হইবেক না, তাহা হইলে বাটীসংযুক্ত যে সমস্ত বস্তু থাকিবেক মেয়াদ গতে উক্ত ভাড়াটিয়া তাহার কিছুই লইয়া যাইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি এরূপ এগ্রিমেন্ট থাকে যে, যে সমস্ত দ্রব্যসম্বলিত বাটী ভাড়া লইলাম, স্থানান্তরিত হইবার সময় কেবল তাহাই পরিত্যাগ করিয়া যাইব, তাহা হইলে প্রজা দ্বারা অতিরেক যে সমস্ত বস্তু রক্ষিত হইয়াছে, ঐ প্রজা তাহা স্থানচ্যুত করিতে পারিবেক। যদি কোন প্রজা অথবা ভাড়াটিয়া উক্ত রূপ বা অন্য প্রকার দ্রব্য এবং যন্ত্র ইত্যাদি স্থাপন করিয়া স্থানান্তরিত করণের ক্ষমতাবান্ হয়, তাহা হইলে পাট্টার মেয়াদ বহির্ভূত হইবার পূর্ব্বে ঐ সকল দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিবেক। নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলে পর, ভূমির স্বত্বের সহিত ঐ সমস্ত দ্রব্যে তাহার স্বত্ব বিলোপিত হইবেক;

কিন্তু সময়াতীত হওনের পূর্ব্বে যদ্যপি কোন কারণপ্রযুক্ত পাট্টার মেয়াদ শেষ হয়, তাহা হইলে, তাহার পরেও উহা লইয়া যাইতে পারিবেক।

যে সকল ভূমি ব্যবহার করণের কোন সময় নিরূপিত না থাকে, ও ভবিষ্যতে যে ভূমির মেয়াদ অতীত হইবেক এবং দৈবঘটনা অথবা আইনের বিধানানুসারে কিম্বা ভূম্যাধিকারীর দ্বারায় পাট্টার মেয়াদ শেষ হইলে, ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি আপন আরোপিত বৃক্ষাদির স্বত্বাধিকারী হইবেক; কিন্তু যদ্যপি স্বেচ্ছাধীনে ভূমি পরিত্যাগ করে, অথবা পাট্টার নিয়মিত কার্য্যের অন্যথাচরণ দ্বারা তাহা হইতে বঞ্চিৎ হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত দ্রব্যের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবেক।

কোন ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি পাট্টার মেয়াদ মধ্যে যদ্যপি উক্ত ভূমিতে কোন প্রকার শস্যের বৃক্ষাদি রোপণ করে এবং মেয়াদ অতীত হইলে পর সেই বৃক্ষজাত শস্যাদি পক্ক হয়, তাহা হইলে অঙ্গীকার-পত্রে লিখিত অথবা প্রচলিত ব্যবহার থাকিলে, উক্ত প্রজা ঐ সকল পক্ক শস্য প্রাপ্ত হইবেক এবং উক্ত ভূমিতে ঐ সকল শস্য পরিষ্কৃত করিয়া লইতে পারিবেক।

রাইয়ত কোন ফলবান্ বৃক্ষ রোপণ করিলে, ভূম্যাধিকারী তাহার অধিকারী হইবেন; কিন্তু যে সকল চারা গাছ ব্যবসায় জন্য রোপিত হইয়া থাকে রাইয়ত কর্ত্তৃক তাহা স্থানান্তরিত হইবার বিধি আছে। যে ভূমিতে যাহার কোন স্বত্ব নাই, সেই ব্যক্তি যদ্যপি তাহাতে ঐ রূপ ছোট ছোট বৃক্ষ রোপণ করে, তাহা হইলে ভূম্যাধিকারীর অনুমতি ভিন্ন তাহা স্থানান্তরিত করিতে পারিবেক না।

## ক্রোক করিবার ব্যবস্থা।

বাকি খাজনার নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য ক্রোক করণের নিষেধ আছে, তদ্ভিন্ন অন্যবিধ যাহা কিছু অস্থাবর বস্তু রাইয়তের বাটীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সমুদায়ই ক্রোক হইয়া বিক্রয় হইবেক। রাইয়তের বাটীতে যে সমস্ত বস্তু পাওয়া যাইবেক, অন্য ব্যক্তি যদ্যপি তাহা আপনি বলিয়া ক্রোক করণে কোন আপত্তি করে, তাহা হইলেও ইহা রহিত হইবেক না।

ঘোটক বা অন্য পশুর পৃষ্ঠে আরোহী অথবা কোনবস্তু থাকিলে এবং যে সকল গহনা অঙ্গে থাকে, সেই পশু ও গহনা ক্রোক দ্বারা বিক্রয় হইবেক না; কিন্তু যে ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরিয়া থাকে এবং যে সকল গহনা বাক্স ইত্যাদিতে থাকে, তাহা ক্রোক ও বিক্রয় নিষিদ্ধ নহে।

ক্রোকসময়ে ভূম্যাধিকারীপ্রেরিত লোকদিগের দ্বারা কোন রূপ অনিয়ম উপস্থিত হইলে, তজ্জন্য ভূম্যাধিকারী দায়ী হইবেন; কিন্তু তিনি যদ্যপি অনিয়মিতক্রোক নিবারণ করেন, তাহা হইলে দোষ ভাগী হইবেন না।

ক্ষেত্রস্থিত শস্যাদিও ক্রোক হইতে পারে। ঐ সকল শস্য একত্রিত করণের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে জমীদার রাইয়তকে এস্তাহার দিবেন, এস্তাহারের মেয়াদ মধ্যে রাইয়ত যদ্যপি আপন দেয়-খাজনা না দেয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত শস্য বিক্রয় হইবে। তদ্দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ হইবেক, বাকি খাজনা এবং ক্রোক ও বিক্রয় জন্য যাহা ব্যয় হইয়াছে, ভূম্যাধিকারী তৎসমস্ত তাহা হইতে গ্রহণ করিবেন।

খাজনা আদায়ের যে কোন প্রকার নিয়ম থাকুক না কেন, ক্রোক দ্বারা বাকি খাজনা গ্রহণ করণের নিয়ম থাকিলেই রাইয়তের দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারে। রাইয়তের ব্যবহৃতভূমিজাত পক্ক শস্য সমুদায় ক্রোক হয়; কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্যান্য বৃক্ষ সমুদায় ক্রোক হইবেক না।

সুপক্ক শস্য ক্রোক করিবার পরে যে সকল শস্য ছেদন করিবার বাকি থাকে, খাজনার নিমিত্ত তাহা ক্রোক করা যাইবেক না।

ডিক্রীজারীর দ্বারা শস্য ক্রোক হইলে, তাহার পর যত দিন ঐ শস্য ভূমিতে থাকিবেক, শস্যাধিকারীর নিকট হইতে জমীদার নিয়মমত তত দিনের খাজনা আদায় করিবেন। ডিক্রীজারীতে যে শস্য ক্রোক হইয়াছে, বাকি খাজনার জন্য তাহা ক্রোক হইবেক না। শস্য পক্ক হইলে নিয়মিতকালমধ্যে যদ্যপি তাহা ছেদন করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত শস্যের ক্রেতাদিগকে খাজনার দায়ী হইতে হইবেক।

যদ্যপি অবশিষ্ট খাজনার জন্য রাইয়তের দ্রব্যাদি ক্রোক হয়, এবং তাহা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ হইবেক তাহা ঐ রাইয়তের পরিবারদিগকে প্রদান করা যায়, তাহা হইলে উক্ত খাজনার জন্য পুনরায় তাহার তৈজস পত্র ক্রোক করা যাইবেক।

পাট্টার মেয়াদ গত হইলে বিনা খাজনায় সেই ভূমিতে অল্প কাল শস্য রাখিবার ব্যবহার থাকিলেও পূর্ব্বের খাজনার জন্য ঐ শস্য ক্রোক ও বিক্রয় হইবেক।

যে রাইয়তকে ইচ্ছামতে উঠাইতে পারা যায়, তাহার দ্বারা কোন শস্যের বীজ বপন হইলে পর যদ্যপি ঐ রাইয়তের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে উহার মরণান্তে যে ব্যক্তি উক্ত শস্য ক্রয় করিবেক, পূর্ব্ব রাইয়তের বাকি খাজনার জন্য তাহার শস্য ক্রোক হইবেক না।

বাকি খাজনা আদায়ের নিমিত্ত ক্রোক হইবার সময়ে যে সকল পশু ঐ ভূমিতে উপস্থিত থাকিবেক তৎসমস্তই ক্রোক হইবেক। যে যে পশু পথে পথে পরিভ্রমণ করে, এবং রাইয়তের দোষে উক্ত ভূমি বেষ্টনহীন থাকাপ্রযুক্ত অন্য কাহারো পশু ঐ স্থানে আসিয়া থাকে, তাহা ক্রোক হইতে রহিত হইবেক; কিন্তু এক দিবা রাত্র থাকিলেও পশুস্বামিরা যদ্যপি তাহার তত্ত্বানুসন্ধান না করে, তাহা হইলে ক্রোক হইতে বর্জ্জিত হইবেক না।

পশ্বাদি চরাইবার জন্য যে ভূমি ভাড়া লওয়া যায়, বাকি খাজনার নিমিত্ত ঐ ভূমি ক্রোক হইবার সময়ে তাহাতে যে সকল পশু বিচরণ করে, তাহা ক্রোক হইবেক।

রাইয়তের বন্দোবস্ত দ্বারা ও ভূম্যাধিকারীর সম্মতিতে যে স্থানে এক দিবা রাত্রের অধিক কাল পশু চরাইবার ব্যবহার থাকে, সেই স্থানের বাকি খাজনার কারণ রাইয়তের দ্রব্যাদি ক্রোক করিবার সময়ে উক্ত বিচরণশীল পশুগণ ক্রোক হইবেক ; কিন্তু বিক্রয় জন্য প্রকাশ্য হট্টে যে সমস্ত পশু আনীত হয়, তাহা যদ্যপি এক রাত্রির অধিক কাল তথায় থাকে, বাকি খাজনার জন্য তাহা ক্রোক হইতে পারে না।

ক্রোক হইবার সময় যদ্যপি কেহ ঐ স্থান হইতে কোন পশু অন্তরিত করে এবং যাহার দ্বারায় ক্রোক হইতেছে সেই ব্যক্তি আপন চক্ষে ঐ ব্যাপার দর্শন করেন, তাহা হইলে অন্যত্রেও ঐ পশু ক্রোক হইতে পারিবেক।

কোন রাইয়ত ব্যবসায়সূত্রে অন্য লোকের দ্রব্যাদি আপন ব্যবহৃত ভূমিতে আনয়ন করিলে, তাহার বাকি খাজনার জন্য ঐ দ্রব্যাদি ক্রোক হইবেক না।

রাইয়ত যদ্যপি ব্যবসায়সূত্রে অপর কাহারো কোন রূপ বস্তু অথবা কোনরূপ কার্য্যানুরোধে আপন স্বামিক দ্রব্যাদি ব্যবহৃত ভূমিতে আনয়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা ক্রোক হইবেক না।

যে সকল ভাড়াটিয়াগুদামে সাধারণের ব্যবসায়কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, গুদামাধ্যক্ষ রাইয়তের বাকি খাজনার নিমিত্ত তথাকার দ্রব্যাদি ক্রোক হইবেক না।

নিলামে বা আড়গড়ায় যে সকল লোকেরা আপনার বস্তু প্রেরণ করিয়া থাকেন, উক্ত নিলাম বা আড়গড়া ক্রোক হইবার সময়ে তাহাদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারে না।

যন্ত্র, বাসন, লাঙ্গলের, পশু, সূত্রধরের বাইস, ছাত্রের পুস্তক

ও জীবিকানির্ব্বাহ জন্য অপর যে কিছু বস্তু থাকিবেক, তাহা ক্রোক হইতে রহিত হইবেক; কিন্তু যে সকল লাঙ্গলের পশু কর্ত্তৃক কোন রূপ ক্ষতি হইবেক ঐ ক্ষতি পূরণ জন্য তাহা ক্রোক হইতে পারে। প্রস্তুতশস্যই যে স্থলে ক্রোক হইবার একমাত্র সম্ভাবনা, সে স্থলে লাঙ্গলের পশু এবং শস্য লইয়া যাইবার শকট ও তদ্বাহী ঘোটক ক্রোক হইবেক।

পান্থনিবাসে যে সকল পথিকেরা অবস্থিতি করে, উক্ত স্থানের অধ্যক্ষের বাকি খাজনার নিমিত্ত তাহাদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক হইবেক না; কিন্তু যদ্যপি কোন ব্যক্তি তথাকার গৃহ ভাড়া লইয়া অন্যত্র হইতে দ্রব্যাদি আনায়ন করিয়া সেই গৃহ সজ্জীভূত করে, তাহা হইলে বাকি খাজনার জন্য সেই সমস্ত বস্তু ক্রোক হইতে পারিবেক।

স্থাবর বস্তুর সহিত যাহা সংযুক্ত থাকে, তাহা ক্রোক হইবেক না।

নিয়মিত রূপে ডিক্রীজারী দ্বারা যে সমস্ত বস্তু ক্রোক হইবেক, ভূম্যাধিকারীর বাকি খাজনায় নিমিত্ত তাহা ক্রোক হইতে পারে না; কিন্তু এক বৎসর বা ততোধিক কালের খাজনা বাকি থাকিলেও ভূম্যাধিকারী উহাদিগের নিকট কেবল এক বৎসরের খাজনা প্রাপ্ত হইবেন। যদ্যপি আসআইনের দ্বারায় ক্রোক হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাকি খাজনার নিমিত্ত ক্রোক হওয়া নিষিদ্ধ নহে।

যে সকল বিষয় দেশাধিপতির প্রাপ্য, ভূম্যাধিকারীর খাজনা আদায়ের পূর্ব্বে তাহা গ্রহীত হইবেক।

যে সকল ভ্রমণশীল কুকুর, বিড়াল, খরগশ প্রভৃতিতে কোন ব্যক্তির অধিকার নাই, তাহা ক্রোক হইতে পারে না; কিন্তু হরিণাদি পশু সকল বিক্রয় জন্য বেষ্টিত স্থান মধ্যে থাকিলে এবং পিঞ্জরাভ্যন্তরে কোন রূপ পক্ষী রাখিলে বাকি খাজনার নিমিত্ত ক্রোক হইবেক।

ক্রোক করিবার নিমিত্ত বাটী প্রবেশ করণের যেরূপ বিধি নিরূপিত আছে, ভূম্যাধিকারিরা তদনুসারে কার্য্য করিবেন, স্থানান্তরে ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ উল্লিখিত হইবেক।

---

## দশম অধ্যায়।

---

### টাক্‌স আদায়ের নিয়ম।

যে সকল জানালা কেবল বাটীর শোভার নিমিত্ত সংরক্ষিত হইয়াছে এবং কস্মিনকালেও যাহা ব্যবহারে আইসে না, তাহার প্রতি কর নির্দ্ধারিত হইবেক না।

বাণিজ্যগৃহে তিনটীর অধিক জানালা থাকিলে তাহার কর প্রদান করিতে হইবে। ৭ টীর অতিরিক্ত জানালা থাকিলে প্রথম নিয়মানুযায়ী কর বৃদ্ধি হইবেক।

নদীসংযুক্ত প্রকাশ্য পয়নালা সমুদায়ের মেরামতাদির কর্ত্তৃত্ব ভার যাঁহাদিগের উপর অর্পিত থাকে, তাঁহাদিগকে কমিস্যনর অব সিউ আরস্ কহে, তাঁহারা নদী সমস্তে এরূপ বাঁধ বাঁধিবেন, যদ্দ্বারা নদীর জলে তীরস্থ ভূমির কোন অনিষ্ট না হয়। ঐ রূপ কার্য্যদ্বারা যে সকল মনুষ্যের উপকার হইবে, উক্ত বিষয় সম্পাদনার্থে কমিস্যনরেরা তাহাদিগের উপর কর অবধারিত করিবেন। ঐ উপকৃত কোন এক ব্যক্তি, দুই বা ততোধিক কমিস্যনরের অধিকারভুক্ত হইলে তাহাকে প্রত্যেক স্থানের অবধারিত কর প্রদান করিতে হইবেক।

কাণ্ট্রী রেট নামক টাক্‌স সংগৃহীত হইবার যে নিয়ম আছে, তদনুসারে বেরিউইক অপন টুইড্‌ নামক স্থান হইতে কর আদায় হয়। জষ্টিস্ অব দি সেশন নামক কর্ম্মাধ্যক্ষগণের অনুমতিক্রমে জেলের উপকারার্থে যে অর্থ ব্যয় হইবার নিয়ম আছে, ঐ কর দ্বারা তাহা নিস্পাদিত হইয়া থাকে।

হাই ওয়ে অর্থাৎ প্রকাশ্য পথ মেরামত জন্য যে সকল কর্ম্মচারিরা নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগকে সরবেয়ার কহা যায়; দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের সাহায্যের নিমিত্ত তাঁহারা যে সকল ভূমির কর গ্রহণ করেন,

উক্ত প্রকাশ্য পথের মেরামতের জন্যও সেই ভূমিতে কর নিরূপিত হইবেক।

প্রস্তর অথবা ইষ্টক দ্বারা পথ সকল মেরামত করণ, নগর রক্ষণ ও আলো প্রদান প্রভৃতি কার্য্য সমস্ত যাঁহাদিগের দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তাঁহাদিগকে মিউনিসিপেল কমিস্যানর বলা যায়: উক্ত কমিস্যানরেরা ইস্পিসিয়েল কালেক্টর নামক কর্ম্মচারিগণকর্ত্তৃক কর নির্দ্ধারিত ও সংগ্রহ করিবেন। উক্ত কর বাটীর উপস্থিত ভোগবান্‌গণের নিকট হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। কখন কখন কোন কারণবশতঃ জমীদারগণের নিকটেও উহা লওয়া যায়।

---

জলকর।

ইংলণ্ডের অধীনস্থ লণ্ডন ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগর মধ্যে ব্যবসায়িরা বাসিন্দাদিগের বাটীতে নল দ্বারা জল প্রদান করিয়া বৎসরান্তে যে বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাকে জলকর কহে; ভূম্যাধিকারিরা বাকি খাজনার জন্য যেরূপে রাইয়তদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া থাকেন, উক্ত কর আদায়ের জন্যও তাহাদিগের সেই রূপ করিবার ক্ষমতা আছে। এক শত টাকার অনধিক যে বাটীর আয় হইয়া থাকে, তাহার অধ্যক্ষেরা জলকর প্রদান করিবেন। যদি কোন ভূমির খাজনা ভূম্যাধিকারীর প্রতিনিধির দ্বারা আদায় হয়, তাহা হইলে ঐ প্রতিনিধিরাই উক্ত কর অর্পণ করেন।

---

## একাদশ অধ্যায়।

---

### প্রভু ও ভৃত্যের নিয়মিত কার্য্য ভৃত্য নিয়োগ এবং তদ্বিষয়ক বিবিধ নিয়ম প্রণালী।

ভৃত্য কোন এক নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত চাকরি করিবার অঙ্গীকারবদ্ধ থাকিয়া নিযুক্ত হইলে, উক্ত সময় পূর্ণ হইতে না হইতেই যদ্যপি চাকরি পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বপরিশ্রমের বেতন প্রাপ্ত হইবে না ; কিন্তু মাসিকবৃত্তির বন্দোবস্ত থাকিলে প্রতি মাস গতে বেতন প্রাপ্ত হইবেক।

কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার বন্দোবস্ত থাকিলে, যত দিন পর্য্যন্ত তাহা সমাধা না হইবে, তত দিন উহার বেতন পাইবেক না ; কিন্তু কার্য্যাধ্যক্ষ দ্বারায় যদ্যপি ঐ কার্য্য সমাপনের ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে বেতন প্রাপ্ত হইবেক। সম্পাদনকারীর কোনরূপ পীড়াপ্রযুক্ত কার্য্য নিঃশেষ না হইলে, যে পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়াছে, তাহার বেতন দিতে হইবেক। যদ্যপি ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারিরা কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট বেতন গ্রহণ করিতে পারিবেক।

যদ্যপি অন্যায় পূর্ব্বক ভৃত্যকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়, অথবা প্রভুর দৌরাত্ম্যে ভৃত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে যত দিন পর্য্যন্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তত দিনের বেতন পাইবেক ; কিন্তু কোন ভৃত্য অল্পকাল মাত্র নিযুক্ত হইয়া অপরাধী হইলে প্রভু যদ্যপি তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন, তাহা হইলে তাহার বেতন প্রাপ্ত হইবেক না।

কোন কার্য্য করণ জন্য নাবালকের সহিত অঙ্গীকারপত্র লিখিত হইলে, কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বে সে যদ্যপি আপন

পরিশ্রমকালের বেতন যাচ্ঞা করে, তাহা হইলে প্রাপ্ত হইবেক। কিন্তু নিয়মিত কার্য্য সমাধা না হইলে সম্পূর্ণ বেতন পাইবেক না।

ভৃত্য আপন সুবিধার জন্য প্রভুর কোন কার্য্যে অবহেলা বা বাধা দিতে পারিবেক না। প্রভুর আজ্ঞা পালন না করিলে, ভৃত্যেরা কর্ম্মচ্যুত হইতে পারে; কিন্তু ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যকরণে অনুমতি প্রদান করিলে, ভৃত্য যদ্যপি তাহা সমাধা না করে, তাহা হইলে তজ্জন্য তাহাকে অপরাধী হইতে হইবেক না।

যে স্থলে এরূপ নিশ্চিত থাকে যে, প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে ভৃত্যেরা অবকাশ প্রাপ্ত হইবেক না, তথায় যদ্যপি এরূপ ঘটনা উপস্থিত হয় যে, ঐ ভৃত্য সেই স্থানে থাকিলে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, অথবা মারীভয় জন্য তাহাকে রোগাক্রান্ত হইতে হইবেক, তাহা হইলে অনুমতি না লইয়াও ভৃত্য অবকাশ গ্রহণ করিতে পারিবেক। কিন্তু তাহার বাটীর কোন লোকের পীড়ার নিমিত্ত সাবকাশ গ্রহণ করিতে হইলে, অনুমতি ভিন্ন বিদায় প্রাপ্ত হইবেক না।

দেশব্যবহারে যে সকল অবকাশের দিবস নিরূপিত আছে, সেই সকল দিনে অনুপস্থিত থাকিলে স্বামিরা ভৃত্যদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন না।

ভৃত্যের ইচ্ছাধীন নহে, অথচ আলস্যপ্রযুক্ত যদ্যপি এরূপ কার্য্য করে, যদ্দ্বারা পুনঃপুন প্রভুর ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কার্য্যভ্রংশ করা যাইবেক।

যদ্দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতি হয়, এরূপ অপরাধে ভৃত্যকে কর্ম্মচ্যুত করিতে হইলে, তাহাকে পূর্ব্বে সংবাদ দিবার আবশ্যক নাই।

ভৃত্য, দুষ্কর্ম্মান্বিত হইলে এবং তাহার কার্য্য দ্বারা যদ্যপি প্রভুর অনিষ্টোৎপত্তি হয়, অথবা যে ভৃত্য প্রভুকে কটু কাটব্য কহে, কিম্বা অপর ভৃত্যগণের সহিত সর্ব্বদা কলহ করিয়া থাকে বা আপন কর্ম-

তার অতিরিক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রভুর ক্ষতি উৎপাদন করে, তাহা হইলে তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করা যাইবেক।

ভৃত্য আপন স্বামীর বাটী ভিন্ন অন্য কোন স্থানে লাম্পট্যাচরণ করিলে তাহাকে কর্ম্মভ্রষ্ট করা যাইবেক না।

কোন ভৃত্য প্রভুর সম্মতিক্রমে সময় অবধারিত করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, যদ্যপি পরে তাঁহার কোন কুব্যবহার প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে পরিশ্রমকালের বেতন প্রদান না করিয়াও তাহাকে কর্ম্ম-চ্যুত করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রভু বিনা কারণে ভৃত্যকে কর্ম্মচ্যুত করিলে নিরূপিত কালের সমুদায় বেতন প্রদান করিবেন।

ভৃত্য, প্রভুর অনুমতি লইয়া কর্ম্মত্যাগ করিলে পরিশ্রমকালের বেতন প্রাপ্ত হইবেক; কিন্তু কুকর্ম্মহেতুতে ঐরূপে ভৃত্য কর্ম্মচ্যুত হইলে, তাহার বেতন কুকার্য্যের দণ্ডস্বরূপ হইবেক। প্রভু যদ্যপি ভৃত্যের কুকার্য্যে দৃষ্টিপাত না করিয়া আপন কার্য্য গ্রহণেই তৎপর থাকেন, তাহা হইলে দণ্ড হইবেক না।

যদ্যপি এরূপ অঙ্গীকার থাকে যে, প্রভু অসন্তুষ্ট হইলেই ভৃত্যকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হইবেক, তাহা হইলে ইচ্ছামতে ভৃত্য ত্যাগ করা যাইতে পারে; কিন্তু অঙ্গীকার না থাকাতেও বিনা দোষে ত্যাগ করিতে হইলে, ভৃত্যের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবেক।

খানশামা দ্বারবান্ প্রভৃতি গৃহকার্য্যনির্ব্বাহকারী ভৃত্যগণের সহিত যদ্যপি এরূপ অঙ্গীকার থাকে, অথবা দেশপ্রচলিত নিয়ম হয় যে, কর্ম্ম ত্যাগ করাইবার সময়ের এক মাস পূর্ব্বে তাহাকে সংবাদ দিতে হইবেক, কিম্বা এক মাসের বেতন দিয়া কর্ম্মচ্যুত করিতে হইবেক, তাহা হইলে ভৃত্যেরা কর্ম্ম ত্যাগ করিবার এক মাস পূর্ব্বে আপন প্রভুকে সংবাদ দিবেক। যে স্থলে এক বৎসরের অঙ্গীকার থাকে, তথায় উপরোল্লিখিতমতে সমাচার প্রদান করিয়া কর্ম্মচ্যুত ও কর্ম্মত্যাগ করা যায়।

বৎসর পরিপূর্ণ না হইলে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণকে কর্ম্ম-

চ্যুত করা যাইতে পারা যায় না; এক বৎসর গত হইলে যদ্যপি ঐ সকল কর্ম্মচারিগণকে আনাবশ্যক হয়, তাহা হইলে বৎসর শেষ হইবার এক মাস পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিবেন।

সাপ্তাহিক বা মাসিক মেয়াদে ভৃত্য নিযুক্ত করিলে, তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিবার অগ্রে সংবাদ দিতে হইবেক।

কর্ম্মচ্যুত করিবার পূর্ব্বে সমাচার দিতে হইবেক, ভৃত্য নিযুক্ত সময়ে এরূপ অঙ্গীকার থাকিলে অথবা আইনানুযায়ী হইলে, ভৃত্য যদ্যপি প্রভুকে পূর্ব্বে সমাচার না দিয়া কর্ম্মত্যাগ করে, তাহা হইলে তজ্জন্য প্রভুর যে ক্ষতি হয়, ভৃত্যকে তাহা সম্পূরণ করিতে হইবেক এবং তাহার যে বেতন প্রাপ্য থাকিবেক, তাহা প্রাপ্ত হইবেক না। পীড়া ইত্যাদি বিশেষ কারণবশতঃ সংবাদ না দিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলে, ভৃত্য আপন পরিশ্রমসময় ও সংবাদ দিবার কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বেতন পাইবেক।

সময় নিরূপণ না করিয়া ভৃত্য নিযুক্ত করিলে, ইহা বিবেচনা করা যাইবেক যে, এক বৎসরের জন্য ঐ ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছে।

অনিয়মিত বেতনের দ্বারা ভৃত্য নিযুক্ত করিলে ইহাই বুঝাইবেক যে, তাহাকে ইচ্ছামতে কর্ম্মচ্যুত করা যাইবেক এবং ভৃত্যও স্বইচ্ছায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিবেক।

অনির্দ্দিষ্ট বেতনে ভৃত্য নিযুক্ত করিতে হইলে, কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া তাহাকে মূল্য প্রদান করিতে হইবেক।

আত্মীয়ভাবে পরস্পরে কোন কর্ম্ম করিলে, কেহ কাহারো নিকট বেতন প্রার্থনা করিবেক না। যে স্থলে পরিশ্রমের পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার বন্দোবস্ত থাকে, তথায় পরিশ্রম বিবেচনা করিয়া নিয়মিত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

যদ্যপি পিতা পুত্রে এরূপ অঙ্গীকার থাকে যে, পিতার কার্য্য সমাধা করণ জন্য পুত্র বেতন প্রাপ্ত হইবেক, তাহা হইলে ঐ পিতা আপন পুত্রকে বেতন না দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার মৃত্যুসময়ে

আপন উইলে পুত্রের পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিতোষিক দাতব্যের ন্যায় লিখিয়া দিবেন। পিতার মরণান্তে পুত্র তাহা প্রাপ্ত না হইলে, তাঁহার বিষয় হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেক।

দ্রব্যাদি অপচয় করিলে ভৃত্যের বেতন কর্ত্তন হইবে, এরূপ অঙ্গীকার না থাকিলে তাহা সিদ্ধ হইবেক না। স্বামী যদ্যপি উক্ত অপচয়ের নিমিত্ত ভৃত্যের বেতন বন্ধ করেন এবং ভৃত্য তজ্জন্য বিচারালয়ে অভিযোগ করে, তাহা হইলে বিচারদ্বারা ভৃত্যের স্বামীর নামে ডিক্রী হইবেক। স্বামীও আপন দ্রব্য অপচয় কারণ ভৃত্যের নামে নালিশ করিতে পারিবেক।

ভৃত্য যদ্যপি পীড়িত হয় এবং তাহার প্রার্থনা ব্যতিরেকে প্রভু আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক আরোগ্য জন্য অর্থ ব্যয় করেন, তাহা হইলে ভৃত্যের নিকট ঐ অর্থ পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন না।

প্রভু, নাবালক ভৃত্যের জন্য আপন অবস্থানুযায়ী অর্থসাহায্য করিয়া উক্ত ভৃত্যের বেতন হইতে তাহা লইতে পারিবেন। প্রভুর কার্য্য করিবার সময় মধ্যে ভৃত্যের পীড়া হইলে, বেতন কর্ত্তন হইবেক না; বরং প্রভু তাহার ঔষধ ও পথ্যাদি প্রদান করিবেন।

অজ্ঞাততাপ্রযুক্ত বিপদে পতিত হইতে হইবেক, প্রভুরা ভৃত্যকে এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন না; কিন্তু দৈবাধীনে যদ্যপি ঐ ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রভু দোষনীয় নহে।

প্রভু যদ্যপি ভৃত্যের অপযশ ঘোষণা করেন এবং উহা হিংসার কার্য্য নহে এরূপ প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত প্রভু দণ্ডনীয় নহেন।

যদি কেহ আপন কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য কোনরূপ নিয়মবদ্ধ করিয়া অন্য কাহারো প্রতি উহার ভারার্পিত করেন, তাহা হইলে ঐ কার্য্যের দ্বারা অপর ব্যক্তির কোন রূপ ক্ষতি হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ দায়ী হইবেন।

প্রভুর কার্য্য করিবার সময় ভিন্ন স্বেচ্ছাধীনে ভৃত্য যদ্যপি

কাহারো কোন রূপ ক্ষতি করে, তাহা হইলে প্রভু তজ্জন্য দায়ী হইবেন না।

কোন ব্যক্তির কার্য্যকর্তৃক অপরের ক্ষতি হইলে, ক্ষতিকারক যদ্যপি অন্য এক জনকে অনুমতিপ্রদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং নির্দ্দেশিতব্যক্তি তাহা স্বীকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে নির্দ্দেশকারির বাক্য সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, ক্ষতিকারকের সহিত তাহাকে তুল্যরূপ দণ্ড ভোগ করিতে হইবেক। কিন্তু ক্ষতি উৎপাদনের বিষয় অবগত না থাকিয়া উক্ত নির্দ্দেশিত ব্যক্তি ঐ কার্য্যকে আপন কার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করতঃ তদ্বিষয়ে অনুমতি দিলে, ক্ষতির দায়ী হইতে হইবেক না।

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যদ্যপি অন্য কাহারো নামোল্লেখ করিয়া কহে যে, তাহার অনুমতিতে ইহা হইতেছে এবং উল্লিখিত ব্যক্তি তাহা স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক।

ভৃত্য অজ্ঞতা প্রযুক্ত কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এবং প্রভুর অনেক ভৃত্য থাকায় এক জন দ্বারায় অন্যের হানি হইলে প্রভু তাহার দায়ী হইবেন না।

কোন ভৃত্য কাহারো দ্বারা আঘাতী হইয়া আপন প্রভুর কার্য্যসাধনে অক্ষম হইলে, ঐ ভৃত্যের প্রভু আপন কার্য্যক্ষতির জন্য আঘাতকারির নামে নালিশ করিতে পারিবেন। যদ্যপি আঘাতদ্বারা প্রভুর কর্ম্ম বন্ধ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আঘাতপ্রাপ্তির জন্য ভৃত্য স্বয়ং নালিশ করিতে পারিবেক।

যদি কোন ব্যক্তি কোন দোকান হইতে নগদ টাকা কিম্বা আপন নামাঙ্কিত চিঠি দিয়া নিয়মিত রূপে দ্রব্যাদি আনয়ন করেন অথবা ঐ রূপে দ্রব্য আনিবার নিমিত্ত দোকানের অধ্যক্ষের সমক্ষে আপন ভৃত্যকে ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন সময়ে তাঁহার সেই ভৃত্য উক্ত দোকান হইতে আপন আবশ্যকমতে কোন

বস্তু আনয়ন করিলে, সেই আনীতদ্রব্যের মূল্যের জন্য তিনি দায়ী হইবেন ; কেননা, বিপনীস্বামির এরূপ বিশ্বাস আছে যে, ভৃত্য আপন প্রভুর আদেশানুসারেই দ্রব্য লইয়া যাইতেছে ; কিন্তু উক্ত ভৃত্য কোন সময়ে আপন ইচ্ছানুক্রমে এবং কোন সময়ে প্রভুর আদেশমতে দ্রব্য লইয়া যাইবেক ইহা তাহার জানিবার সম্ভাবনা নাই।

---

## প্রথম ভাগ সমাপ্তঃ।

---

### ভ্রম সংশোধন।

( নিম্ন লিখিত এই কয়েক পংক্তি ৩৮ পৃষ্ঠার শেষে খেয়া নৌকার বিধির সহিত পাঠ করিতে হইবে। )

পারাবার করণের ঘাট প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত খেয়া নৌকার নাবিকদিগকে ভূমি ক্রয় করিতে হইবেক না, তাহারা ক্রমানুগত ৩৫ বৎসর এক ঘাটে ঐ কার্য্য করিলেই, তাহাতে তাহাদিগের অধিকারীত্ব জন্মিবে। পারাবার জন্য নদীর উভয়কূলে স্থান নিরূপিত থাকে ; যদ্যপি কোন নাবিক খেয়াপার করিবার সময় আপন নিরূপিত স্থান হইতে নৌকা পরিত্যাগ করিয়া, আরোহির সুবিধার জন্য অপর কাহারো অধিকৃত স্থানে উত্তীর্ণ করে এবং তাহাতে তাহার প্রবঞ্চনা করণাভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে উক্ত নাবিক দোষী মধ্যে গণ্য হইবেক না।

---

# শুদ্ধিপত্র।

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|---|
| প্রতিবাসীগণের | প্রতিবাসিগণের | ২ | ১২ |
| প্রচুর | নিয়মিত | ৫ | ১ |
| কর্ম্মচারীরা | কর্ম্মচারিরা* | ৫ | ১০ |
| ব্যপক | ব্যাপক | ৫ | ২৭ |
| উত্তরাধিকারীগণের | উত্তরাধিকারিগণের* | ৬ | ৭ |
| মন্ত্রীদিগের | মন্ত্রিদিগের* | ৯ | ১ |
| বলিয়া | তজ্জন্য | ৯ | ৪ |
| করিবেন | করিয়া থাকেন | ৯ | ১২ |
| করণান্তর | করণানন্তর | ১০ | ২ |
| নিস্পত্তি | নিষ্পত্তি | ১০ | ৩ |
| ভূম্যাধিকারীর | ভূম্যধিকারিরা† | ১১ | ৫ |
| করিতেন | করিবেন | ১১ | ১৩ |
| উপরুক্ত | উপরোক্ত | ১১ | ১৪ |
| পতীত | পতিত | ১২ | ২৫ |
| পারেন না | পারে না | ১৪ | ১৪ |
| দিগে | দিগকে | ১৪ | ২৪ |
| নাবালগ | নাবালক | ১৫ | ২৪ |

* কর্ম্মচারী, এই দীর্ঘ ঈকারান্ত শব্দটী বহুবচনে প্রয়োগ হইলে দীর্ঘ ঈকারস্থানে হ্রস্ব ইকার হয়; যথা—কর্ম্মচারিরা, কর্ম্মচারী-দিগের কর্ম্মচারিগণের; সম্বন্ধকারকে, কর্ম্মচারির ইত্যাদি। মন্ত্রী, অধিকারী প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ হইবে।

† ভূমি-অধিকারী, ভূম্যধিকারী, পুস্তক মধ্যে এই শব্দটী ভূম্যা-ধিকারী হইয়াছে। অতএব গুণগ্রাহী পাঠকগণ পঠনসময়ে ভূম্যাধি-কারী পরিবর্ত্তে ভূম্যধিকারী পাঠ করিবেন।

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|---|
| বঞ্চিৎ ... ... | বঞ্চিত ... | ১৬ ... | ৫ |
| বেষ্ঠন ... ... | বেষ্টন ... | ১৬ ... | ৭ |
| মনুষ্যে ... ... | মনুষ্যের ... | ১৬ ... | ৮ |
| তত্তধিক ... ... | ততোধিক ... | ১৭ ... | ১৬ |
| বেষ্ঠিত ... ... | বেষ্টিত ... | ১৭ ... | ২৪ |
| পশু দ্বারা অনের ... | পশু অন্যের ... | ১৭ ... | ২৪ |
| জানলা ... ... | জানালা ... | ১৯ ... | ৬ |
| পরিস্কৃত ... ... | পরিস্কৃত ... | ২৩ ... | ৬ |
| পাঠাইবেন ... ... | পাইবেন ... | ২৫ ... | ৯ |
| ভৃত্যার ... ... | ভৃত্যের ... | ২৭ ... | ২৬ |
| থ ... ... | পথ ... | ২৯ ... | ১৭ |
| উপকক্ত ... ... | উপরোক্ত ... | ২৯ ... | ২৪ |
| সেত্তুর ... ... | সেতু ... | ৩১ ... | ১৬ |
| পক্ষাদির ... ... | পক্ষী ইত্যাদির | ৪০ ... | ১৪ |
| অনিষ্টকারী ... ... | অনিষ্টকর ... | ৪৩ .. | ১২ |
| রাজমুজরেরা ... ... | রাজমজুরেরা ... | ৪৩ ... | ২৬ |
| অসাবধানতার ... ... | অসাবধানতায় ... | ৪৫ ... | ২ |
| দৃষ্ঠে ... ... | দৃষ্টে ... | ৪৬ ... | ১০ |
| মেয়াদ স্বস্থে ... ... | মেয়াদ গতে ... | ৪৮ ... | ২ |
| একটী ... ... | এক খণ্ড ... | ৪৯ ... | ১১ |
| এমন নিরূপিত ... ... | এমন নিয়ম নিরূপিত | ৫৫ ... | ২১ |
| র্দ্ধারিত ... ... ... | নির্দ্ধারিত ... | | |